পরদেশী।

[গীতিনাট্য]

(মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত

প্রথম অভিনয়-রজনী

১৯শে মাঘ,—১৩২৮ সাল।

—:○:—

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়

প্রণীত।

চতুর্থ সংস্করণ।

প্রকাশক—শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,

সারস্বত লাইব্রেরী—

১৯৫।২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

১৩৩০ সাল।

ভূমিকা।

মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ, সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু, নৃত্যশিক্ষক ও বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়গণের একান্ত যত্নেই আজ "পরদেশী" মনোমোহনে "ঘরবাসী" এবং তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্যই এই ভূমিকা।

বাণীর যে একনিষ্ঠ সাধক, ৺পান্নালাল সরকার আমার এই ক্ষুদ্র নাটকের সঙ্গীতগুলিতে মনোমুগ্ধকর সুরলয় সংযোগ করিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নিয়তি-নিয়মে আজ স্বর্গগত, তাঁর পবিত্র আত্মার উদ্দেশে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। অলমতিবিস্তরেণ।

গ্রন্থকার।

—০—

উৎসর্গ

ভূষভাণ্ডারাধিপতি, প্রজাপালক, সাহিত্যানুরাগী

শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী

প্রতিপালকেষু—

শ্রীপাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

চরিত্র ।

পুরুষ ।

সোলেমান	তুরস্ক সম্রাট্‌ ।
নোয়াজেস (পরদেশী)	পারস্য-সম্রাট-পুত্র ।
কয়নাশো	ঐ অনুচর ।
মোবারিক	ওমরাহ পুত্র ।
গফুর	ঐ অনুচর ।

মাঝি, উদ্যানরক্ষক, ঘাতক, হকিম, হরবোলা, অন্যান্য সঙ, রোগিগণ, প্রহরিগণ ইত্যাদি ।

স্ত্রী ।

সেরিণা	তুরস্ক সম্রাটের জ্যেষ্ঠা কন্যা ।
জেরিণা	ঐ কনিষ্ঠা কন্যা ।
সানিয়া	সেরিণার বাঁদী ।
সাখিয়া	জেরিণার বাঁদী ।

বাঁদীগণ, রঙ্গিনীগণ ইত্যাদি ।

পরদেশী।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নদী-তীরস্থ প্রাসাদ-সংলগ্ন উদ্যান।

[জেরিণার গীত।]

কুসুম সুন্দরী সখি, কারে তুমি বাস ভাল।
কাহারে খুঁজিছ তুমি, কে গো হৃদয় আলো॥
চেয়ে চেয়ে চেয়ে, পলক পড়ে না,
কার ছবিখানি দেখিছ বলনা,
আমিও ললনা, ক'রনা ছলনা,
মোর কাছে প্রাণ খোল॥

জেরিণা। আজ কি যেন একটা অজানা আনন্দে হৃদয় উথ্‌লে উঠ্‌ছে। আজ বসন্ত উৎসব ব'লে কি এমন হ'চ্ছে? না, বসন্ত উৎসব ত প্রতিবৎসরই হয়, কখন'ত এমন হয় না। তবে এবার ঘটাটা একটু বেশী, তাতে কি এসে যায়? কাণে কাণে কে যেন ব'লছে, আজ তুই

তোর কোন প্রিয়জনকে দেখ্‌তে পাবি। আমার ত সকল প্রিয়জনই এখানে বর্ত্তমান। আবার নূতন কাকে দেখ্‌ব? দূর হো'কগে ছাই, একবার মেলার দিকটায় যাই। সেখানটা কেমন সাজিয়েছে দেখিগে।

[প্রস্থান।

(সাখিয়ার প্রবেশ)

সাখিয়া। বৎসরের মধ্যে একটা দিন বসন্ত উৎসব, রাজ্যময় আনন্দের ছড়াছড়ি; কত রং বেরংয়ের তামাসা, ভেল্কি, ভোজবাজী—কত কি হ'চ্ছে, সবাই আহ্লাদ-আমোদ ক'চ্ছে।

(সানিয়ার প্রবেশ)

সানি। কি রে সাখি, তুই একা এখানে?

সাখি। এই তোর আসার অপেক্ষা ক'চ্ছি; কত রং বেরংয়ের রগড় গড়িয়ে যাচ্ছে, আমি একা ব'লে ভোগ ক'রে সুখ পাচ্ছিনে; এখন তুই এলি, অনেকটা ভরসা হল'। তা তুই একা যে? সাজাদী কোথায়?

সানি। তুই একা যে? সাজাদী কোথায়?

সাখি। সাজাদী এতক্ষণ মেলায় গিয়ে বাঁদর নাচ দেখ্‌ছেন।

সানি। আর আমার সাজাদী কুমড়ো গড়াগড়ি দেখ্‌ছেন।

সাখি। কুমড়ো গড়াগড়ি কি?

সানি। দুটো বিট্‌কেল জোয়ান প্রথমটা খুব তাল ঠুকে আস্ফালন ক'রে, তার পর কুমড়োর মত গড়া'চ্চে।

সাখি। ও! কুস্তি বুঝি,—হ্যাঁরে এবারে নাকি নূতন রকমের সঙ হ'য়েছে?

সানি। হ'য়েছে বৈকি, এবারে আর মুখোস্‌পরা নয়।

সাখি। তবে?

সানি। এলেই দেখ্‌বি, আমি আগে থেকে ভাজ্‌চিনি। এখন দেখ ঐ হরবোলা আস্‌ছে।

[হুরবোলার প্রবেশ ও গীত]

আমি সাগর-পারের হুরবোলা।
যদি শুন্‌তে চাও কেউ, পয়সা ছাড়,
আমি ক'র্ব্বো নাকো ছেলে-খেলা॥
"কুহু কুহু" ডাকি আমি কাল কোকিলটে;
"বউ কথা কও" ডাক্‌তে পারি, সে বড় মিঠে;
"বক্‌বকুম্ কুম্" পায়রা ডাকি, কিঁচির-মিচির চড়াই পাখী,
"কোঁকোর কোঁকে" জলে ভরাই বাবুদের নোলা॥
যদি শুন্‌তে চাও গো কেউ—
আমি কুত্তা হ'য়ে কর্ত্তে পারি, "কেঁউ কেঁউ ঘেউ ঘেউ—"
আবার দু' বেড়ালের লড়াইয়েতে কাণ করি ঝালা-পালা॥
কখন' হই ধিঙ্গি, ডাকি বাঘা-সিঙ্গি,
আবার শেয়াল হ'য়ে "হুয়া হুয়া" ডাকি সন্ধ্যাবেলা॥

(প্রস্থান।

(সেরিণা ও জেরিণার প্রবেশ)

সাখি। এবারে বসন্ত উৎসব দেখছি খুব জম্‌কাল হ'য়েছে, জ্ঞান্ হ'য়ে অবধি এমন ধারা দেখিনি।

জেরিণা। হ্যাঁরে সাখি, সঙের দল চ'লে গেছে?

সাখি। এখনও এদিকে আসেনি—আজ সাজাদী, গফুরের কাণ্ড দেখে আর হেসে বাঁচিনি!

জেরিণা। কেন, সে কি ক'রেছে?

সাখি। সে এক কিম্ভূত কিমাকার চেহারা ক'রে এসে নাচ্ছিল: সানি তাই না দেখে একেবারে আগুন, "দূর দূর" ক'রে তাড়িয়ে দিলে— আমরা ত হেসেই অস্থির।

সেরিণা। সানিয়া, গফুর অতি সৎ।

সানি। কেন, মোবারিকও ত অতি মহৎ, তবে তুমি তাকে অমন কর কেন?

সেরিণা। মোবারিক প্রণয়ী হওয়া সম্ভব হ'লেও সে ভাষাজ্ঞানহীন্ মূর্খ—সম্রাট্-নন্দিনীর একেবারে অনুপযুক্ত। কিন্তু তুই কি দোষে গফুরকে ভালবাসিস্‌নি সানি?

সানি। ঠিক ঐ দোষে, বান্দা হ'য়ে শুরুদ্ধ কথা কইতে জানে না।

সেরিণা। তুই নিজে যেমন মূর্খিণী, সেও তদ্রূপ।

জেরিণা। সেরিণা, আমি মধ্যস্থ হ'য়ে দুজনকেই বলি,—তোমাদের বড় অন্যায়। এত ভালবাসার প্রতিদান কি একটুও নেই? বিশেষ সেরিণার যেন সব বাড়াবাড়ি। ব্যাকরণের জমিতে যে প্রেমের অঙ্কুর গজায়, তা এই তোমাতেই দেখ্‌ছি।

সেরিণা। কি কুরুচিপূর্ণ বাক্য বিন্যাস! জেরিণা, বিস্মৃত হ'য়ো না, তুমি সম্রাট্-নন্দিনী!

জেরিণা। প্রতি বৎসর উৎসব হয় বটে, কিন্তু আজ যেমন আনন্দ হ'চ্ছে, বোধ হয় জীবনে কখনও এত আনন্দ উপভোগ ক'র্ত্তে পারিনি, কিন্তু তোমার এই ব্যাকরণেই সব ঘোলা হ'য়ে যাচ্ছে। ও কি, নদীতে কি একটা ভেসে আস্‌ছে, নয়?

(জেরিণা ও সাখিয়ার অগ্রসর হওন)

সাখি। ওটা যে মানুষ!

সেরিণা। (অগ্রসর হইয়া) জীবিত না মৃত?

সাখি। ঐ যে ন'ড়েছে!

জেরিণা। ঢেউয়ে ভেসে এই দিকে আ'স্‌ছে।

সেরিণা। উত্তোলনের কি কোন পন্থা নেই?

জেরিণা। দেখ্‌ছি, আয় সাখি।

সাখি। তাইতো, কি করা যায়। সাজাদা, কে এঁকে তু'ল্‌বে?

জেরিণা। আমাদের কি কোন যোগ্যতা নেই?

সেরিণা। এই মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে উদ্ধার ক'র্‌তে কি কেউ সাহায্য ক'র্ব্বে না?

(মোবারিকের প্রবেশ)

মোবা। ক'র্ব্বে না কেন সেরিণা, তোমার জন্য যাতে প্রাণ দেবার প্রয়োজন, সে কাজ ক'র্ত্তে মোবারিকই সর্ব্ব প্রথম ছুটে আ'সবে।

(জলে ঝম্প প্রদান ও নোয়াজেস্‌কে উত্তোলন।

সেরিণা। (স্বগত) কি রূপবান্!

জেরিণা। (স্বগত) কি সুন্দর!

মোবা। মরেনি- -

সেরিণা। (নোয়াজেসের সংজ্ঞাশূন্য দেহ পরীক্ষাকালে পারস্য-সম্রাটের মোহরাঙ্কিত মণি-মুক্তা খচিত সুবর্ণপদক পাইয়া তাহা অন্যের অলক্ষ্যে স্বকীয় বস্ত্রাভ্যন্তরে লুক্কায়িত করণান্তর) (স্বগত) পদকে দেখছি পারস্য-সম্রাট্-পুত্রের নাম! তবে কি এই ব্যক্তি পারস্য-সম্রাট্ পুত্র! নিশ্চয়ই তাই। নচেৎ এত সৌন্দর্য্য অন্যে কখনও সম্ভবে না। উপস্থিত এ পদকের বিষয় গোপন রা'খতে হবে। কারণ —না, থাক্, প্রথম হ'তে অন্যায় সন্দেহ মনে স্থান দেওয়া উচিত নয়।

জেরিণা। নিয়ে চল, আর দেরী ক'রো না।

[নোয়াজেস্‌কে লইয়া মোবারিক, জেরিণা ও সেরিণার প্রস্থান।

সাখি। সানি, অবাক হ'য়ে কি দেখ্‌ছিস ?

সানি। বুঝি বাধলো—

সাখি। কি বাধলো ?

সানি। কিছু একটা,—ঐ সঙ আস্‌ছে, সাহাজাদীদের নসীবে আর দেখা ঘ'টলো না।

সাখি। হা হা হা ! সত্যই যে এবারে নূতন !

[গান করিতে করিতে পুরুষবেশে সজ্জিত বাঁদীগণ এবং নারীবেশে সজ্জিত বান্দাগণের প্রবেশ ও গীত]

বাঁদী। আমরা পুরুষ সেজেছি।

বান্দা। আমরা নারী বনেছি।

উভয়ে। মিঞা বিবি সাধের জুটি হাওয়া খেতে চলেছি ॥

বান্দা। এম্নি মোরা দুলিয়ে বেণী হান্‌বো নয়ন বাণ,

বাঁদী। এম্নি ধারা বাঁকা টেরী, দু'আঙুলে ঘুরবে ছড়ি,
চ'লবো এম্নি হেলে দুলে, গায়ে দে আচ্‌কান।

উভয়ে। মিঞা বিবির আদব-কায়দা ক'রে শিখেছি ॥

বান্দা। মন মাতান মৃদু হাসি, পুরুষের গলায় ফাঁসি,

বাঁদী। কানাচ হ'তে শিষ দিয়ে দিয়ে মন মজাতে শিখেছি ॥

বান্দা। আমীর ওমরাও নবাব বাদশা ক'রবো সাদী দেখে খাসা,

বাঁদী। আমরাও ত নইকো চাষা, বেগম খুঁজতে চলেছি ॥

বান্দা। মোরা কর্ব্বো এমনি মান, তার উড়ে যাবে প্রাণ,
কর্ব্বে সে আনচান ;

বাঁদী। কথায় কথায় মেজাজ গরম, রাখবো সদা নরকো মরম,
পান থেকে চুণ খস্‌লে বিবির, হম্‌কি দিতে শিখেছি।

উভয়ে। মিঞা বিবির প্রেমের লড়াই আখড়া দিয়ে সেখেছি ॥

সানি। তোরা যে একেবারে পুরুষ হ'য়েছিস্।

সাখি। আর মিন্সেগুলো মাগী! কি বছর মুখোস্, এবার একটু নূতন! তোরা এখন যেন আর এক দেশের মানুষ হয়েছিস্!

বাঁদী। সত্যি, আমরা যেন তাই হ'য়ে গেছি।

সানি। দেখ সাখি, আবার একটা কি ভেসে আসছে!

সাখি। মানুষ! আজ দেখছি ভাসার পালা। ঐ যে ন'ড়চে! আয়, ওড়না ফেলে দি, যদি ধ'র্‌তে পারে, সবাই মিলে টেনে তুল্‌বো।

(তদ্রূপ করণানন্তর ফয়নাশাকে উত্তোলন)

সানি। (স্বগত) কি রূপ!

সাখি। (স্বগত) এমন রূপ ত কখনও দেখিনি!

ফয়। কে বাবা তোমরা?

সানি। দেপচোনা—এই গোঁফ!

ফয়। ও বাবা, মেয়ে মানুষের গোঁফ!

সাখি। বুঝলে? অর্থাৎ মান্‌সো! দেখে বুঝ্‌চোনা, মেয়েমানুষের কি এমন গোঁফ গজায়?

সানি। পুরুষের কি এমন ননীর দেহ হয়?

ফয়। না।

১ম বাঁদী। পুরুষ কি এত ছোট হয়?

ফয়। খুব কম; গোঁফ! ও বাবা—তাইত!

সানি। আবার এ গোঁফের বিশেষত্ব এইটুকু, এ বারোমাস থাকে না।

ফয়। বল কি?

সানি। তবে আর মানুষের সঙ্গে প্রভেদ কি? বসন্তকালে শুদ্ধ একটি দিনের জন্য এই নূতনত্ব দেখা দেয়।

ফয়। বটে! (স্বগত) মাম্‌দো ত কখন দেখিনি—হয় তো—তবে কি এটা মাম্‌দোর দেশ!

সানি। কি বুঝেচো?

ফয়। ওরে বাবারে—(বেগে প্রস্থান)

সানি। কি বেকুব! হা—হা—হা—আয় দেখি, কোথায় যায়।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কক্ষ।

নোয়াজেস্।

নোয়াজেস্। তাইতো। কোথায় যা'চ্ছিলুম আর কোথায় এলুম। পিতার মনোমত কন্যাকে সাদী কর্ত্তে চাইনি, পিতা অসন্তুষ্ট হ'য়ে একটা রূঢ় কথা ব'লে ছিলেন ব'লে, অভিমানে গৃহত্যাগ ক'ল্লুম, উত্তাল তরঙ্গময় বারিধি অতিক্রম ক'রে এসে, শেষে একটা ক্ষুদ্র নদী পার হ'তে নৌকা জলমগ্ন হ'ল। খোদার মেহেরবাণীতে প্রাণ পেলুম বটে, কিন্তু মনের মধ্যে কেমন একটা কি হ'য়ে গেল! ফয়নাশা যে বেঁচেছে এও একটা সুখের বিষয়।

(সেরিণার প্রবেশ)

সেরিণা। এখন বেশ সুস্থতা অনুভব ক'চ্ছেন?

নোয়া। কৃতজ্ঞতা কেমন ক'রে জানাবো—আপনাদের মেহেরবাণীতে এ প্রাণ ফিরে পেয়েছি।

সেরিণা। (স্বগত) ভাষা সম্পূর্ণ না হলেও অধিকাংশ মার্জ্জিত। (প্রকাশ্যে) আপনার পরিচয় দানে আমায় অনুগৃহীত ক'র্‌বেন কি?

নোয়া। দেবার মত পরিচয় কিছুই নেই, তবে এইমাত্র ব'লতে পারি, আমি একজন পরদেশী মোসাফের।

সেরিণা। (স্বগত) এ অশ্লীলতা ক্ষমার্হ। (প্রকাশ্যে) আমার পরিচয় জা'নবার অভিলাষ আছে কি? আমি তুরস্কাধিপতি সাহানসা সম্রাট সোলেমানের কন্যা—নাম সাহাজাদী সেরিণা। দেখুন, মার্জ্জিত ভাষা প্রয়োগ আমাব অভ্যাস।

নোয়া। স্বগত) প্রাণের একটা কোণে বেশ একটু অহঙ্কারের কালিব দাগ। (প্রকাশ্যে) বড়ই বাধিত হলুম সাহাজাদি।

সেরিণা। (স্বগত) নির্ভুল না হ'লেও ব্যাকরণ-শুদ্ধ! ভাষায় দোষ-টুকু সৌন্দর্য্যের আবরণে আবৃত। মোবারিক সম্পূর্ণ নির্গুণ। ~~[illegible] প্রাণের আকাঙ্খা কখনও নিষ্ফল হওয়া সম্ভব নয়।~~ (প্রকাশ্যে) আপনার সৌজন্য প্রশংসনীয়। আপনার সংসর্গও মনোরম।

নোয়া। কিন্তু ব্যাকরণসঙ্গত নয়—আপনি সম্রাট-নন্দিনী, আর আমি একজন অজ্ঞাতকুলশীল মোসাফের।

সেরিণা। (স্বগত) মধুব ব্যঙ্গোক্তির সহিত নম্রতার কি মধুর সংমিশ্রণ! পরদেশীর অন্তরে বাহিরে সৌন্দর্য্য! (প্রকাশ্যে) আমি সানন্দে স্বীকার ক'রছি, সুজনের সহিত সুজনের এরূপ ব্যবহারই ন্যায্য।

(সানিয়ার প্রবেশ)

সানি। হা—হা—হা—

সেরিণা। কি হয়েছে সানি?

সানি। হি—হি—হি—

সেরিণা। এমন অসময়ে হাস্যরসের অপব্যবহার ক'রে অশ্লীলতার প্রশ্রয় দিস্‌না—কি হ'য়েছে বল্?

সানি। হু—হু—হু—

সেরিণা। পুনরায় ? সাহাজাদীর আদেশ —নিবৃত্ত হ--

সানি। হুঃ হুঃ হুঃ—

সেরিণা। অসহ্য ! সানি, দণ্ডের ভয় রাখিস্‌নি ? হাস্য সংবরণ কর, নইলে--

সানি। ক'চ্ছি সাজাদী, ক'চ্ছি, সেই লোকটা হা—হা—হা—

সেরিণা। আমার সঙ্গে থেকেও তোর ভাষা মার্জ্জিত হ'ল না—কি পরিতাপ।

সানি। 'আপ্‌শোষ ক'রনা সাজাদী- এত কালের অভ্যাস কি ছাড়া যায় ? - তবে চেষ্টা কর্ব্বো'। এখন সেই লোকটার কথা —হা—হা—হা--

সেরিণা। হাস্য সংবরণ কর্‌ সানি।

সানি। সবুরতে যে পাচ্ছিনে সাজাদি ; হাসিটে যে প্রাণের ভেতর চিড়িক্‌ মেরে উঠ্‌চে,—বাবা লোকটা কি ভীতু !

সেরিণা। কেন ?

সানি। আর কেন, ভয়ে লোকটা বাগানের কুয়োটার দিকের ঝোপটার ভেতর গিয়ে লুকিয়ে ব'সে আছে ! হা—হা—হা--

নোয়া। কোন্‌ লোক্‌টা ?

সানি। আপনার সেই গোলামটি; আবার কে ! হা—হা—হা—

নোয়া। ভয় কিসের ?

সানি। মাম্‌দো মাম্‌দীর।

নোয়া। ওর একটা ভুল সংস্কার হ'য়েছে তার উপর লোকটা ভীত প্রকৃতির। আপনারা ব্যস্ত হবেন না, আমি দেখছি।

সেরিণা। অগ্রসর হোন, আমিও আপনার অনুগমন কচ্ছি।

[সকলের প্রস্থান।

(জেরিণা ও সাখিয়ার প্রবেশ)

জেরিণা। পরদেশী গেলেন কোথায় সাখি ?

সাখি। সাজাদী যে এরই মধ্যে অস্থির ?

[সাখিয়ার গীত।]

বুরা হায় লাগানা দিল কিসিসে নত্তিজা পস্তানা।
বেগর উস্‌কো সমঝে আপনেকো আপ সতানা॥
উলফতে তড়পতে হুয়ে আঁখোমে দরিয়া,
কিসমৎকী খুবই এ্যায়সি ফুকারি "পিয়া পিয়া,"
আগি কলিজামে, ক্যায়সা জমানা.
মুস্কুরে দুনিয়া হায় মুস্কিল দিল বহলানা॥

জেরিণা। সাখি, তুই আমায় ঠাট্টা ক'চ্ছিস্‌ ?

সাখি। তোবা তোবা! আমি একটা এক পয়সার বাঁদী—আমি তোমায় ঠাট্টা ক'র্ব্বো!

জেরিণা। তবে ঠেস্‌ দিয়ে অমন গান গাইলি কেন ?

সাখি। ওমা, ঠেস্‌ দিলুম কখন গো! এমন দিব্বি ফাঁকে দাঁড়িয়ে—

জেরিণা। তুই বড় জ্বালাতন ক'চ্ছিস্‌। [প্রস্থান।

সাখি। সাজাদী প্রাণের কথা না ভাঙ্গলেও তিনি যে পরদেশীর প্রেমে প'ড়েছেন, এটা খুব ঠিক্; কিন্তু আমার আবার হঠাৎ একি হ'ল! মনিবটির মত ওঁর গোলামটিও কি যাদু জানে! এই যে গফুর আস্‌ছে, ছোঁড়া সানিকে ভালবাসে, ছোঁড়া বড় বোকা, একটু নাচাই। (গফুরের প্রবেশ) গফুর, তুই এখানে যে ?

গফুর। এঁ্যা—এঁ্যা; এই এসেছি—এসেছি—বিবি সাহেব কোথায় ?

সাখি। কোন্ বিবিসাহেব ?

গফুর। ঐ যে—সা—সা—সানিয়া বিবি।

সাখি। ও মা, তাও জানিসনে বুঝি, তার যে শক্ত ব্যামো, বাতাবাতি বাড়াবাড়ি।

গফুর। এঁ্যা, বল কি? ব্যামো!

সাখি। ব্যামোব'লে ব্যামো, মাথার ব্যামো, হকিমে এলে দিযেছে।

গফুর। এঁ্যা, বল কি!--তাহ'লে উপায়?

সাখি। শুধু একটা উপায় আছে, একজন গুণী লোক ব'লেছে, সানির যদি কেউ ভালবাসার লোক থাকে, আর সে যদি একডুবে একটা পানকৌড়ী ধ'রে এনে তার রক্ত সানিব মাথায় দিতে পারে, তাহ'লে সানি ভাল হবে।

গফুর। ভাল হবে?

সাখি। গুণীর কথা কি মিথ্যে হয?

গফুর। আচ্ছা, তবে দেখি। [উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

উদ্যানের এক প্রান্তস্থ কূপ-সন্নিহিত লতাকুঞ্জ।

কুঞ্জ-অভ্যন্তরে ফয়নাশা।

ফয়নাশা। আচ্ছা বিপদে পড়্‌লুম বাবা—এ মামদো মামদীর হাত থেকে বাঁচ্‌বো কেমন ক'রে। খোদা! নসীবে শেষে এই লিখেছিলে? ও বাবা, এই যে একটা মামদো বে!

(উদ্যান-রক্ষকের প্রবেশ)

উদ্যান-রক্ষক। কে তুমি?

ফয়। এমন ঝোঁপের ভেতর ঘাপ্‌টী মেরে আছি, তবু নিস্তার নেই বাবা!

উ-রক্ষক। কে তুমি ?

ফয়। আমি একটা কাছিম বাবা, নদীর জল থেকে উঠে এখানে প'ড়ে একটু হাওয়া খাচ্ছি।

উ-রক্ষ। অমন মানুষের মত চেহারা কি কখনও কাছিম হয় ?

ফয়। হয় বাবা হয়, কারে প'ড়লে শুধু কাছিম কেন ? কত রকম হয়।

উ-রক্ষ। কাছিমে কি কথা কয় ?

ফয়। রাজকর দেবার ভয়ে কথা কয়না ; তবে বিপদে প'ড়লে ক'য়ে ফেলে।

উ-রক্ষ। কাছিমেব কি অমন লম্বা গোঁফ হয় ?

ফয়। তা বুঝি জাননা ? রমজানেব অন্ধকাব রাত্রিতে যে কাছিম জন্মায়, তার গোঁফ বেবোয়।

উ-রক্ষ। বেরোয় বুঝি ?

ফয়। দেখে বুঝ্‌ছো না ?

উ-রক্ষ। তুমি কাঁপ্‌চো কেন ?

ফয়। জলের জানোয়ার কি না। দূষিত হাওয়া লেগে গেছে।

উ-রক্ষ। তাহ'লে তুমি ঠিক ব'ল্‌চো—তুমি কাছিম ?

ফয়। স্থলের জানোয়ারের মত জলের জানোয়ার মিথ্যে কথা বলে না।

উ-রক্ষ। তাহ'লে, কাছিম ভাই, আমি চল্লুম—

ফয়। যাবে বৈকি, যাও যাও ; আর দেরী ক'রনা।

উ-রক্ষ। হ্যাঁ, এখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে চল্লুম, জাননা ত, মনিবের কি কড়া হুকুম, এ বাগানে কোন গুঁপো মানুষের আস্‌বার যোটি নেই, এলে তার গর্দ্দানা আর আমার গর্দ্দানা অম্‌নি কুচ্‌ ক'রে কেটে নেবে।

কয়। বুঝেছি বুঝেছি, বড় শক্ত হুকুম—এখন স'রে পড়।

উ-রক্ষ। হাঁ, চল্লুম, চল্লুম— (গমনোদ্যত)

(নোয়াজেস, সেরিণা ও সানিয়ার প্রবেশ)

নোয়া। কৈ—কোথায় ?

সানি। ঐ যে, ঐ ঝোঁপটায়।

নোয়া। (উদ্যান রক্ষকের প্রতি) ওখানে একটা লোককে দেখ্‌লি ?

উ-রক্ষ। না হুজুর—

নোয়া কেউ নেই ?

উ রক্ষ। আছে, একটা কাছিম।

নোয়া। কাছিম ?

উ-রক্ষ। সে তাই ব'ল্‌লে।

নোয়া। কাছিমে কথা কইলে?

উ-রক্ষ। আমার পেড়াপীড়িতেই কইলে—নইলে রাজকর দেবার ভয়ে কয় না।

নোয়া। তুই কি ব'ল্‌ছিস্‌ ?

উ-রক্ষ। বান্দা মিথ্যা বলেনি।

সেরিণা। কচ্ছপ ?

উ-রক্ষ। সে কচ্ছপ কি না, তা জানি না ; সে যে কাছিম, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

সানি। দেখাতে পারিস্‌ ?

উ-রক্ষ। ঐ যে (অগ্রসর হইয়া) কাছিম ভায়া—ও কাছিম ভায়া—

কয়। (স্বগত) এই সেরেছে—

নোয়া। কয়নাসা—

কয়। ও বাবা, এযে নাম ধ'রে ডাকে রে ! খোদা !

নোয়া। ফয়নাশা, বেরিয়ে আয়—

ফয়। ও বাবা রে! এইবার গেলুম, আমায় যে বেরুতে বলে রে! যখন মানুষ ব'লে চিনেছে,, না বেরুলে টেনে বা'র ক'র্ব্বে। বেরুই, যা নসীবে আছে, হোক। (বাহিরে আসিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে) দোহাই বাবা মাম্‌দো চাচা, আমার নাম ফয়নাশা নয়, আমি কাছিম বাবা—

নোয়া। (ফয়নাশার হস্ত ধরিয়া) ফয়নাশা—

ফয়। গেছি—গেছি—গেছি, কাছিম ধ'রে কি হবে বাবা, ছেড়ে দাও না, জলের জীব আমি—জলে চ'লে যাচ্ছি! (কম্পন)

নোয়া। কাঁপ্‌ছিস্‌ কেন ফয়নাশা, এ যে আমি—

ফয়। সেই বুঝেই তো কাঁপ্‌ছি মাম্‌দো চাচা—

নোয়া। চোখ খুলে দেখ্‌না—আমি কে?

ফয়। বাপরে, চোখ বুঁঝেই যা দেখ্‌ছি, তাই যথেষ্ট। আর দগ্ধে মেরোনা বাবা, যা ক'র্ব্বার ক'রে ফেল। (কম্পন)

নোয়া। কাঁপিসনি ফয়নাশা, এই আমি তোকে ছেড়ে দিচ্ছি,—

ফয়। এই ভন্—(দৌড়িয়া পলায়ন)

সেরিণা। কি ভীত-প্রকৃতি!

নোয়া। আহাম্মকের কাণ্ডখানা দেখুন না।

সেরিণা। অগ্রসর হোন, দেখি কোথায় গমন করে।

[নোয়াজেস্ ও সেরিণার প্রস্থান।

সানি। ভয়টাও পুরুষের একটা সৌন্দর্য্য—বেশ উপভোগ করা যায়।

[সানিয়ার গীত।]

নানা গুণ পুরুষ-জাতির ফোটাতে রূপের বাহার।
উচক্কা কুলবালা মজে দেয়ী সয়না আর॥
ছড়ায়ে হাসির রাশি, ক'রে নেয় চরণ-দাসী,

ভীত করে চিত চুরি, পরায়ে প্রেমের ফাঁসি;
মূর্খ হ'য়ে সূক্ষ্ম ভাবে বাঁধে মন সে অবলার॥

(এক হস্তে একখানা ছুরিকা ও অপর হস্তে একটি পানকৌড়ী
লইয়া গফুরের প্রবেশ)

গফুর। এই দেখ্ সানি, তোর জন্যে একদৌড়ে নদীতে গিয়ে একডুবে এই পানকৌড়ীটে ধ'রে নিয়ে এসেছি—এখন ব'স, এর রক্ত তোর মাথায় ঢেলে দিই।

সানি। মর্ মুখপোড়া, কি ব'ল্‌ছিস্ তুই ?

গফুর। তুই এখনও বুঝ্‌লিনি সানি, আমি যে তোর জন্যে ম'রেচি—তোর ব্যামো শুনে আমি কি থাক্‌তে পারি ?

সানি। আমার ব্যামো কি রে ?

গফুর। তাই যদি বুঝ্‌বি, তাহ'লে আর লোকে মাথার ব্যামো ব'ল্‌বে কেন ? মাথার ব্যামো কি নিজে বোঝা যায়—উপসর্গ দেখে পাঁচ জনে ধ'রে ফেলে।

সানি। তুই কি ব'ল্‌ছিস্ ?

গফুর। ওই ওটাও একটা উপসগ, লোকে কিছু ব'ল্‌লে বোঝা যায় না। নে এখন ব'স—

সানি। দূর হ মুখপোড়া—

গফুর। ওষুধ মাথায় দে সানি, নইলে আমি জীবহত্যে হবো—

সানি। আমার ব্যামো তোকে কে ব'ল্‌লে ?

গফুর। সে কথা ব'ল্‌তে বারণ ক'রেছে—

সানি। আমায় ব'ল্‌বিনি ? এই বুঝি তোর ভালবাসা ?

গফুর। সাখি কসম ধরালেও আমি তোকে ব'ল্‌বো, তুই আগে মাথা পাত—

সানি। বটে, আর ব'ল্‌তে হবে না—তুই যা, আমি শুন্‌তে চাইনে—
[প্রস্থান।

গফুর। হা আল্লা! একি ক'ল্লে!—

চতুর্থ দৃশ্য।

উদ্যানের অপরাংশ।

(বাঁদীগণের প্রবেশ ও গীত)

রোগে ধ'রেছে।

কোথাকার বাতিক হাওয়া একেবারে মাথায় চড়েছে॥
বাত বিকার আর সন্নিপাত, হকিম তবু পায় গো পাত,
এ রোগে নাড়ী ছাড়ে, হকিম ডরে, বলে—প্রেমে জরেছে,
(ভাবে) দফা সেরেছে॥

ফয়। কি ফ্যাসাদেই প'ড়লুম বাবা—পালিয়ে যাই কোথায়? যে দিকে যাচ্ছি, সেই দিকেই মাম্‌দো-মাম্‌দীর ঝাঁক। ও বাবা, এই এক শালা!

(গফুরের প্রবেশ)

গফুর। তাইতো, ছুঁড়ীটের জন্যে কি শেষকালটায় পাগল হবো!

ফয়। এ ব্যাটা দেখ্‌চি পীরিতে প'ড়েছে। আমার দিকে নজরও দেয়নি, আস্তে আস্তে গা ঢাকা দিই—(গমনোদ্যত)

গফুর। (স্বগত) এযে সেই পরদেশী মিঞার বাহন্‌টি! (হাত ধরিয়া) কি দোস্ত, কোথায় চ'লেছ?

ফয়। এই রে! (কম্পন)

গফুর। একি দোস্ত, কাঁপ্‌চো কেন? চোখ বুঁজে কেন দোস্ত?

ফয়। মিরগীর ব্যামো দোস্ত—মিরগীর ব্যামো। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও।

গফুর। (স্বগত) একে ব'ল্‌লে একটা উপায় হয় না? পরদেশী লোক, আমার সঙ্গে চালাকী কর্ত্তে পার্ব্বে না ব'লেই বোধ হয়। দেখি ব'লে—(প্রকাশ্যে) দোস্ত, আমি বড় বিপদে প'ড়েছি—

ফয়। আমার বিপদ আবার তোমার চেয়েও বেশী দোস্ত—তোমার চেয়েও বেশী—

গফুর। আমার জান যায়—

ফয়। আমার গেছে ব'ল্লেই হয়—

গফুর। তোমার কি হ'য়েছে দোস্ত?

ফয়। তোমারই বল না—

গফুর। আমি পীরিতে প'ড়েছি—

ফয়। আমি পীড়নে প'ড়েছি—

গফুর। একটা উপায় ঠাওরাতে পার দোস্ত?

ফয়। নিজের উপায় ঠাওরাতেই পাচ্ছিনে, তা তোমার উপায়! ছেড়ে দাওনা দোস্ত, কথা কাটাকাটি ত অনেক হ'ল। না ছাড়ো, ব্যাপারটা সঙ্ক্ষেপে বল, আমি উপায়টাও চট্‌ ক'রে দিই—

গফুর। এখনও কাঁপ্‌চো?

ফয়। মজ্জাগত রোগের ওই লক্ষণ,—নাও কাজের কথা কও।

গফুর। ঐ সানিয়া ব'লে যে সাজাদী সেরিণার একটা বাঁদী আছে জানতো?

ফয়। হাঁ জানি; তুমি তারই পীরিতে প'ড়েছ, তুমি তাকে চাও, আর সে তোমায় চায় না—এই ব্যাপার ত?

গফুর। হাঁ ভাই—

ফয়। এক কাজ কর, একদিন প্রাণের কথা তাকে খুলে ব'লে ফেল, যদি রাজী না হয়, তার কাণটা কি নাকটা কামড়ে দাও—মেয়ে মানুষ বশ কর্ব্বার ঐ একমাত্র দাওয়াই। যাও, স'রে পড় -

গফুর। সে চ'টবে না?

ফয়। চটবার যো কি—একেবারে তোমার পায়ের তলায় লুটিয়ে প'ড়বে। যাও—

গফুর। বড় বাধিত হলুম দোস্ত—সেলাম!

ফয়। হ্যাঁ হ্যাঁ—যাও-- [উভয়ের উভয় দিকে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

উদ্যান।

(জেরিণার গীত।)

নিমিষের দেখা চোখে চোখে, আমি আপনা হারায়ে ফেলেছি।
কহিতে গিয়ে কথার কথা, মরম খুলিয়া দিয়াছি।
কি ছিল লুকান নয়নে, অমিয় মধুর বচনে,
আমি দেখিয়া শুনিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া, কি জানি কি যেন হ'য়েছি।
সে যে গো আমার সাধনা কামনা তারে প্রাণ মন সঁপেছি॥

(নোয়াজেসের প্রবেশ।)

জেরিণা। আপনি এখানে?

নোয়া। তটিনী-সৈকতে ব'সে সান্ধ্য-প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ কচ্ছিলুম; অকস্মাৎ সান্ধ্য-সমীরণ কোন বেহেস্তের সুধা-সঙ্গীত ব'য়ে এনে কর্ণকুহরে অমৃতরাশি ঢেলে দিলে; উন্মত্ত হ'য়ে সঙ্গীতের উৎপত্তিস্থান অনুসন্ধান ক'র্‌তে এই দিকে ছুটে এলুম; এ্কি! আপনি লজ্জায় মুখ

নীচু ক'র্লেন যে? মধুরকে মধুর ব'ল্লে তার প্রশংসা করা হয় না—এতে লজ্জার কারণ কি আছে? আমিই যদি লজ্জার কারণ হই,—আমি চ'লে যাচ্ছি!

জেরিণা। সেকি! যাচ্ছেন কেন, আমি ত আপনাকে যেতে বলিনি।

(সানিয়ার অন্তরালে প্রবেশ)

সানি। এই যে আবার দুটিতে এক সঙ্গে জুটেছেন, দেখি কতদূর গড়ায়,—আবার সাজাদিকে খবর দিতে হবে ত—

নোয়া। সুন্দরি!

জেরিণা। কি ব'লছেন? আমি সুন্দরী—ছি—ছি—ছি—ও কথা ব'ল্বেন না - অপাত্রে অমন অযোগ্য সম্ভাষণ ক'র্বেন না।

নোয়া। যার চোখ আছে সে আমার কথা মিথ্যা ব'ল্বে না।

জেরিণা। (স্বগত) সৌন্দর্য্য কোথায়? আমাতে, না পরদেশীতে! বুঝি চাঁদের জোছনা নিংড়ে নিয়ে এরূপ তৈরী হ'য়েছে!

নোয়া। সুন্দরি—

জেরিণা! থাম্‌লেন কেন? কি ব'ল্তে যাচ্ছিলেন বলুন। (হস্তধারণ)

সানি। (অন্তরাল হইতে) এ যে বেশ জ'মে যাচ্ছে, আর দেরী করা হবে না, সাজাদীকে বলিগে— [প্রস্থান।

জেরিণা। চুপ ক'রে রইলেন যে?

নোয়া। প্রাণের একটা অতি উচ্চ আকাঙ্ক্ষা—বামন হ'য়ে চন্দ্রমা ধারণের সাধ—

জেরিণা। যার মন আছে, তার আকাঙ্ক্ষাও আছে; এটাত নূতন কথা নয় পরদেশী!

নোয়া। পূর্ণ হবার আশা না থাক্‌লে তেমন আকাঙ্ক্ষা হয় যন্ত্রণা, নয় মৃত্যুর কারণ হয়।

জেরিণা। এরূপ ক্ষেত্রে তা'হ'লে সকলকেই জ্যোতিষ শিখ্‌তে হয়।

নোয়া! বুঝেছি সাজাদী, আমারই হার!

সেরিণা। (অন্তরাল হইতে) সানি মিথ্যাবাদিনী নয়—জেরিণা আমার সর্ব্বস্ব-অপহরণোত্মতা!

নোয়া। কার পদ শব্দ শুন্‌তে পাচ্ছি— সাজাদী— আমি চল্লুম।

[নোয়াজেসের প্রস্থান।

(সেরিণার প্রবেশ)

জেরিণা। এ যে সেরিণা—অন্তরাল হ'তে কি আমাদের দেখেছে!

সেরিণা। জেরিণা!

জেরিণা। ভগ্নি?

সেরিণা। এ কিরূপ বিসদৃশ আচরণ তোমার? জান তুমি কে?

জেরিণা। জানি, কিন্তু বিসদৃশ আচরণটা কি দেখ্‌লে?

সেরিণা একজন অজ্ঞাত কুলশীল যুবকের সহিত নির্জ্জন-আলাপ কি সম্রাট্‌-নন্দিনীর যোগ্য আচরণ?

জেরিণা। সে বিষয়ের বিচার ক'র্‌বার অধিকার তোমার নেই।

সেরিণা। ক্রোধের বশীভূতা হ'য়ে অপরের মর্য্যাদার দিকে লক্ষ্য করিতে বিস্মৃতা হ'য়োনা জেরিণা।

জেরিণা। সমানে সমানে সে দাবী চলে না।

সেরিণা। কিন্তু তোমার আশা পূরণের পথে অনেক বাধা।

জেরিণা। মানুষ আশা করবার আগেই সে ভাবনা ভেবে থাকে।

সেরিণা। তবে তুমি কৃতসঙ্কল্পা?

জেরিণা। বুঝেছি সেরিণা, তুমিও তাকে ভালবেসেছ—তাহ'লে আমিও ব'লে রাখি, জেরিণা তোমা অপেক্ষা হীন প্রতিদ্বন্দ্বিনী নয়।

সেরিণা। বেশ কার্য্যেই পরিচয় হোক। [উভয়ের প্রস্থান।

(ক্ষয়নাশার প্রবেশ)

ক্ষয়নাশা। ভয়ে ভক্তি—না ভাবে ভক্তি! ঝোঁপে ঝোপে আর কাঁহাতক লুকিয়ে কাটাবো! অনেক ভেবে চিন্তে ওই সাথী মাম্‌দীর সঙ্গে একটু আলাপ ক'রেছি; বেটীর চা'লচলন দেখে যা বুঝ্‌ছি, বেটী এ মাম্‌দো-গুষ্টীর মধ্যে অহিংসা-ব্রতধারিণী ফকিরণী! বেটীও আমায় পথে বসাবার যোগাড়ে আছে, তাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছি—যেন অন্য মাম্‌দো-মাম্‌দীর নজর থেকে লুকিয়ে রাখে। বেটী তাই কর্ত্তে রাজী হ'য়েছে, তবুও ত বাবা ধোঁকা যাচ্ছে না? চব্বিশ ঘণ্টাই বুকটা ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ ক'চ্ছে। ঐ যে বেটী এদিকে আ'স্‌চে—বেটী চোখের আড়ালে থাক্‌লে তবু থাকি ভাল।

(সাথিয়ার প্রবেশ)

সাথিয়া। এই যে প্রিয়তম তুমি এখানে? আমি খুঁজে খুঁজে সারা!

ক্ষয়নাশা। একটু স'রে দাঁড়িয়ে কথা কও না প্রিয়তমে, আমার বুকটা যে ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ ক'চ্ছে—তা এত খোঁজাখুঁজি কেন? লেগেছে বুঝি?

সাথিয়া। এ প্রাণের ভুক কবে মিট্‌বে প্রিয়তম?

ক্ষয়। এই বুঝি তোমার প্রতিজ্ঞা রাখা প্রিয়তমে? দু'দিন না যেতেই নোলায় জল স'র্‌লো?

সাথি। একি কথা ব'ল্‌চো প্রিয়তম, আমি যে তোমায় ভালবাসি।

ক্ষয়। তা'খুব বেসো, একটু দূরে থেকেই বেসো, বেশী কাছে ঘেসো না।

সাথি। আবার ঐ কথা!

ফয়। ব্যথা ত বুঝ্‌লে না প্রেয়সি, তুমি কাছে এলেই আমার কেমন জ্বর আসে।

সাখি। আমার, দেখ্‌লেই অমন কাঁপো কেন?

ফয়। কি জানি, লোকজন দেখ্‌লেই আমার অম্নি কাঁপা অভ্যেস।

সাখি। যে যাকে ভালবাসে, তাকে দেখ্‌লে কি ভয় হয়?—আমি বাঘও নই, ভালুকও নই যে গপ্‌ ক'রে গিলে ফেল্‌বো।

ফয়। ওরে বাবারে!

উভয়ের গীত।

সাখি। আমি বাঘ নই যে গিল্‌বো তোমায় গপ্‌ ক'রে।
" তবে কেন আঁৎকে উঠে জড়সড় মোর ডরে।

ফয়। বাঘ হ'লেও ত ছিল ভাল, ম'র্‌তুম তবু লড়াই ল'ড়ে
এযে মাম্‌দোর মাসী ও প্রেয়সী, মুখ দেখে যে প্রাণ শিহরে॥

সাখি। কেন মুখখানি কি ভাল নয়?
এমন কুন্দ-দন্ত নধর অধর সদা হাস্যময়!

ফয়। যেন পাথরবাটীতে নারিকেলকুচি দেখ্‌লেই মনে হয়!

সাখি। এমন বাঁশীর মতন নাকটি আমার, ঠোঁট দুটি রাঙা টুক্‌টুকে,—

ফয়। বাহার দেখে মনে হয় কে ধরিয়েছে টিকে,

সাখি। টুলটুলে এমন গাল দু'খানি চোক দুটি এমন ঢুল্‌ঢুলে,
তার মধুর চাহনি, মধুর হাসি, কত জনার মন ভুলে,

ফয়। সে চোখ যদি থাকত আমার, থাক্‌তুম তোমার পা'য়তলে।
এখন দোহাই তোমার রেহাই দাও—
যাই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে॥

[ফয়লাশার প্রস্থান।

(সানিয়াব প্রবেশ)

সানি। একজন অজানা অচেনা পুরুষের সঙ্গে গোপনে আলাপচারি! দাঁড়াও, সাজাদীকে ব'লে দিচ্ছি।

সাখি। তাতে তোর অত গায়ের জ্বালা কেন? বুঝেছি তোরও তার উপর চোখ প'ড়েছে।

সানি। কেন প'ড়বে না? সে ত আর কারও কেনা সম্পত্তি নয়?

সাখি। কেনা না হ'লেও কিনতে বা কতক্ষণ?

সানি। নিলেমে সানিও ডাকতে ছাড়বে না।

সাখি। হাসালি সানি, হাসালি।

সানি। হাসিবাগ্রাটা শেষ দেখে, এখন থেকে অত দলাদলি কেন?

সাখি। তাই দেখিস্ লো, তাই দেখিস। [প্রস্থান।

সানি। বেশ।

(সেবিণার প্রবেশ)

সেবিণা। শুনেছিস সানি, জেবিণাও পরদেশীর অনুরাগিণী—আমার প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিনী।

সানি। হা-হা-হা—বেশত দু'বোনে বেশ লড়াই চ'ল্‌বে।

সেরিণা। একে আমি নিজের যন্ত্রণার অস্থির, তার উপর তুই অশ্লীল গ্রাম্য ভাষা প্রয়োগ ক'রে আমার যন্ত্রণার উপর দ্বিগুণ যন্ত্রণা দিতে কি কিঞ্চিৎ মাত্রও দ্বিধা কচ্ছিস্ না? ধিক্ তোকে!

(মোবারিকের প্রবেশ)

মোবারিক। অরে—বক্তারে নজ্জুম্, সাজাদি, অরে—বক্তারে—নজ্জুম্—এই দেখ সাজাদি, আমি কত বড় একটা সাধুভাষা শিখে এসেছি।

সেরিণা। কাণ্ড-জ্ঞানহীন অপদার্থ, দূরে অপসৃত হও— [প্রস্থান।

মোবা। কাল সমস্ত দিন ধ'রে এত বড় একটা সাধুভাষা মুখস্থ কল্লু'ম, তবু নসীব খুল্‌লো না।

(গফুরের প্রবেশ)

গফুর। সানি, আমি এসেচি, শুধু আসিনি, দাওয়াই শিখে এসেছি, ভালয় ভালয় রাজী হও, ভাল; নইলে দাওয়াই ইস্তেমাল ক'লে' রাজী হ'তেই হবে।

সানি। দূরহ মুখপোড়া, আমি একে নিজের জ্বালায় অস্থির, তায় আবার জ্বালাতন কর্ত্তে এ'ল, দূর হ—

গফুর। তবে আর আমার দোষ নেই, আমি দাওয়াই ছোব—

(সানিয়ার নাক কামড়াইবার উদ্যোগ)

সানি। ওরে বাবারে, একি রে, এযে কামড়ালো রে! (পলায়ন)

গফুর। এ যে পালালো! দোস্তও ঠকালে!

মোবা। তাই তো গফুর, একি হ'ল!

গফুর। তাই তো, হুজুর একি হ'ল!

মোবা। তুইও আমার মত দুঃখী, আয় দু'জনে গলা জড়িয়ে একটু কাঁদি।

গফুর। তাই আসুন হুজুর! (উভয়ে গলাগলি করিয়া ক্রন্দন)

(পট পরিবর্ত্তন)

বাঁদীগণের প্রবেশ ও গীত)

প্রেমে যদি হবে সুখী, বোঝ আগে প্রেমটা কি।
নইলে মুখোমুখি গলা ধরি বসে কাঁদলে হবে কি?
প্রেম যদি ক'র্‌তে চাও, আপন প্রাণ বিলিয়ে দাও,
নইলে সাধো কাঁদো পায়ে ধরো, বুঝবে শেষে সব ফাঁকি।

ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, তিনটি থাক্‌তে নয়,
পাগল সেজে আকাশ পানে চাইলে কিবা হয়,
প্রেম খাঁটি সোনা, খাদ মেশেনা, চলেনা তায় বুজরুকি।
যে জন চায় যারে, পায় কি সে তারে,
ধরি ধরি ক'রে ফেরে ধ'রতে না পারে ;
যখন মনে প্রাণে বাঁধন পড়ে—
তখন প্রেমে এসে দেয় উঁকি ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

অলিন্দ।

সানিয়া ও মাঝি।

সানিয়া। যদি পারিস্ ত পাঁচ শো আসরফি, বেশী শক্ত কাজ নয়, নৌকার তলার একখানা তক্তা আল্গা ক’রে রাখ্‌বি—মাঝ দরিয়ায় গিয়ে সেখানা এমন চালাকি ক’রে খুলে দিবি, যেন কেউ টের না পায়।

মাঝি। এতো আর যাকে তাকে খুন করা নয়—একেবারে জাত সাপ নিয়ে খেলা,—ঘুণাক্ষরে টের পেলে গর্দ্দানা থাকবে না।

সানি। যখন সাজাদী জেরিণা বিবি এর ভেতরে আছে, তখন তোর ভয় কি? পান্‌সী চ’ড়ে দরিয়ায় হাওয়া খাওয়া জেরিণা বিবির নিত্য অভ্যাস,—পান্‌সী কি আর ডোবে না? তোর কোন্ চিন্তা নেই, এতে আর কেউ সন্দেহটি পর্য্যন্ত কর্ব্বে না।

মাঝি। তাইতো বিবি, আমার যেন ভরসা হ’য়েও হ’চ্চে না। আচ্ছা বিবি, তোমাদেরত মতলব শুধু জেরিণা বিবিকে নিয়ে; ওতে আবার সাখিয়া বিবিকে জড়াচ্চ কেন?

সানি। সেটা বুঝ্‌তে পার্‌লিনি? যদি সাখিয়া সঙ্গে না থাকে, লোকের মনে চট্ ক’রে একটা সন্দেহ হ’তে পারে—এটা ষড়যন্ত্র; সে

থাক্‌লে আর সেটুকু হবে না, তা ছাড়া শত্রুর শেষ করাই ভাল। ও বেঁচে থাক্‌লে ব্যাপারটা সহজে চাপা দেওয়া যাবে না।

মাঝি। বুঝেছি, টাকা এনেছ?

সানি। এই নে বায়না, কাজ শেষ ক'রে এলে বাকী। কিন্তু খুব সাবধান!

মাঝি। সেলাম বিবি, চল্লুম। কাজ হাঁসিল ক'রে তবে ফির্‌বো।

[প্রস্থান।

সানি। এক ঢিলে দুই পাখী মার্‌বো, সাথী মনে ক'রেছে, ফয়নাশা তার হবে! যখন মাঝ দরিয়ায় কবর হবে, তখন বুঝ্‌বি ফয়নাশা কার।

(সেরিণার প্রবেশ)

সেরিণা। কি হ'ল সানি?

সানি। সব ঠিক; সানিয়া যে কাজে হাত দেয়, সে কাজ কখনও অপূর্ণ থাকে?

সেরিণা। কিন্তু একেবারে হত্যা ক'র্‌বি!

সানি। নইলে যে নিজেকে হত্যা হ'তে হবে। পরদেশীর ঝোঁকটা এখন ওরিই উপর প'ড়েছে। বেঁচে থাকতে যে ঝোঁকটা যাবে, তা ত মনে হয় না। তা ছাড়া ও শত্রুর শেষ করাই ভাল।

সেরিণা। এ বিষয়ে তোর বুদ্ধি অতীব প্রখরা। তোর সঙ্কল্পের বিরুদ্ধে আমি কোন কথা বলা আবশ্যক বিবেচনা করি না। তা'হলে আজই?

সানি। আজই গোধূলি লগ্নে শুভকার্য্যটা সম্পন্ন করা হইবে; শেখ সাজাদী, আমি সাধুভাষা শিখেছি।

সেরিণা। শিখ্‌বি বৈকি সানি, অধ্যবসায়ে কি না হয়,—এখন আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ফয়নাশার প্রবেশ)

ফয়। এ মাম্‌দী শালীর মতলব ত বেশ ভাল ব'লে বোধ হ'চ্ছে না। জেরিণা বিবি আর সাথিয়াকে মারবার মতলব কেন? ওরা আছে ব'লে বোধ হয় আমাদের জবাই কর্ত্তে পার্চ্ছে না, তাই ওদের সরাবার চেষ্টা ক'চ্ছে; কিন্তু মাম্‌দোরা কি জলে ডুবে মরে? হয়ত এ মামদোর দেশের জলের এম্নি একটা গুণ আছে; তা যদি হয়, তা হ'লে আমিও এক চা'ল চালি। ঠিক হ'য়েছে! এই যে মামদো প্রেমিক আস্‌ছে, ওকে দিয়ে এদের মতলব ফাঁসাতে হবে। প্রেমের নেশায় নোলার জল শুকিয়ে গেছে ব'লেই একটু ভরসা।

(মোবারিকের প্রবেশ)

মোবা। হা মার্জ্জিত ভাষা! খোদা! আমায় মার্জ্জিত ভাষা শিখিয়ে দাও; মার্জ্জিত ভাষা না শিখ্‌লে যে সেরিণাকে পাবো না। সেরিণা আমার হবে না—আমি দমফেটে ম'রে যাবো।

ফয়। কি বাবা, মামদোর চাঁই, শ্রীমুখখানি যে শুকিয়ে আম্‌সি হয়ে গেছে! তোমাদের প্রেমের হিড়িক্‌ ত বড় কম নয় দেখ্‌চি!

মোবা। কি আর ব'ল্‌বো মিঞা, আমার কাঁদতে ইচ্ছে ক'চ্ছে। এস ভাই, আগে তোমার গলা জড়িয়ে একটু কাঁদি।

ফয়। স'রে দাঁড়াও না চাঁই, নইলে এখনি আমার প্যাত্‌লা হ'তে হবে। তার চেয়ে দূরে দাঁড়িয়ে যা মতলব দিই, শোন,—আমার মতলব শুন্‌লে তোমার প্রাণময়ী একেবারে তোমার শ্রীচরণের ছুঁচি হয়ে যাবে।

মোবা। মার্জ্জিত ভাষা না শিখলে কোন মতলবই খাটবে না।

ফয়। তার জন্যে আর চিন্তা কি? আমরা যে মার্জ্জিত ভাষার দেশের লোক। সে দিন অত বড় একটা মার্জ্জিত কথা শিখিয়ে দিলুম।

মোবা। সেই জরে-বক্কারে-নজ্জুম্ ত? সে কথাটা শুনে মা'রতে বাকী রেখেছিল।

কয়। তুমি তা হ'লে ব'লতে পারনি—ওটা ব'লতে হবে জরেবক্—কারে—নজ্—জ্জুম্ অর্থাৎ তেটে কেটে গদী ঘীনা ধা। ঠিক তবলার বোলের মত, তবেত সেটার মানে বোঝাতো, যদি উচ্চারণই ঠিক না হ'ল, ব'লে লাভ কি?

মোবা। বটে, আমি তা ত জানি নি।

কয়। জাননি এইবার শেখ—আমরা মার্জ্জিত-ভাষার দেশের লোক, আমি তোমায় গাদা গাদা মার্জ্জিত-ভাষা শেখাতে পারি; দেখবে তোমায় আর বিবির সাধ্যি-সাধনা কর্ত্তে হবেনা।

মোবা। বটে—বটে—বটে! তালিম্ দাও মিঞা, তালিম্ দাও, আমি তোমার কেনা গোলাম হ'য়ে থাকবো।

কয়। গোলাম হবার দরকার নেই চাঁই, এই রকম মোলায়েম আচরণটা ক'রলেই যথেষ্ট হবে।

মোবা। তাহ'লে তালিম্ সুরু কর মিঞা।

কয়। আগে তাহ'লে আর [illegible]টা মার্জ্জিত ভাষা শেখ,—বল সখুন্—মার—এ-আখ্তিন্—অর্থাৎ তাক্ থুনা তাক্—একেবারে তবলার বোল—বল দেখি?

মোবা। (বিকৃত ভাবে) সখুন্—মার্—এ-আখ্তিন্ অর্থাৎ তাক্ থুনা তাক,—ঠিক হয়েছে?

কয়। কেয়াবাৎ—এমন না হ'লে সাগ্‌রেদ্। নাও, মুখস্থ ক'রে ফেল। (মোবারিক কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি) তোফা হ'য়েছে—এইবার [illegible] কর্ম।

মোবা। কি বল—

ফয়। আজ ঠিক সন্ধ্যার সময় বাগানের ঘাটে একখানা পান্‌সী থাক্‌বে, সেখানা চ'ড়ে সেরিণাবিবি সানিকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যাবে।

মোবা। সানি বেটী থাক্‌লে ত সুবিধা হবে না। সেরিণাকে একলা না পেলে সুবিধা হবে কেন?

ফয়। আহা শোনই না—তুমি বোরখা প'রে সানি সেজে সেই পান্‌সীতে উঠে ব'সে থাক্‌বে, তারপর সেরিণাবিবি তোমাদের চিন্তে না পেরে, সেই পান্‌সীতে উঠ্‌লে পান্‌সী ছেড়ে দেবে। মাঝ দরিয়ায় গিয়ে প্রথমে আত্মহত্যা ক'র্‌বে ব'লে ভয় দেখাবে—তাতে যদি সম্মত না হয়, তারপর মার্জ্জিত-ভাষা-রূপ নাগপাশে তোমার প্রণয়িনীকে বেঁধে ফেল্‌বে—বস্‌, কেল্লা ফতে। পা'র্‌বে?

মোবা। এ আর পা'র্‌বো না, খব পার্‌বো—

ফয়। দেখো, যেন মার্জ্জিত-ভাষা ভুলোনা।

মোবা। কি ব'ল্‌চো মিঞা, এই দেখনা—সখুন্—য়ার্—এ আস্তিন্ অর্থাৎ তাক্ থুয়া তাক্—কেমন মনে আছে ত?

ফয়। তোফা মনে আছে—

মোবা। তাহ'লে এখন আসি, সেলাম। ('সখুন্ য়ার্—এ আস্তিন্' পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে করিতে প্রস্থান)

ফয়। স'রে পড়, সেলাম, বাস্—এইবার মামদো চাচাকে সেরিণা সাজাতে পার্‌লেই মামদো গুষ্টী একটু হাল্কা হয়। এই যে,—মেঘ না চাইতেই জল—এস দোস্ত এস—

(গফুরের প্রবেশ)

গফুর। যাও—যাও—তোমার সঙ্গে আর কথা কইবো না—তুমি বড় ছোট লোক—

ফয়। এ কি ব'লচো দোস্ত, আমি ছোটলোক! কিসে দেখলে?

গফুর। যা মতলব দিয়েছিলে, আমি নাক কামড়াতে গিয়ে একেবারে অপ্রস্তুত, বেটা চীৎকার ক'রে পালালো।

ফয়। তা হ'লে তুমি কামড়াতে পারনি? তা হ'লে আর আমার দোষ কি বল? কামড়ানোর পর যদি সে বশ না হ'তো তাহ'লে আমাব দোষ দিতে পার্ত্তে।

গফুর। বটে! তা হ'লে মস্ত ভুল ক'রে ফেলেছি দোস্ত—

ফয়। করনি? এত বড় ভুল কেউ কখনও করে না।

গফুর। তা হ'লে উপায়?

ফয়। আবার আমি তোমার উপায় ব'লবো? যা ব'লবো, তা তুমি পার্ব্বে না, অথচ আমার দোষ দেবে। তার চেয়ে কোন কথা না কওয়াই ভাল, তাতে বরং দোস্তিটা থাকবে।

গফুর। রাগ ক'রোনা দোস্ত, আমারই ভুল হ'য়েছে। মেহেরবাণী ক'রে একটা উপায় ব'লে দাও।

ফয়। না পারো যেন আমার দোষ দিও না।

গফুর। আমি কসম্ খেয়ে ব'লচি, তোমার দোষ দেবো না।

ফয়। তা হ'লে আজ একটা সুযোগ আছে, সন্ধ্যার সময় সালি ছুঁড়ি সেরিণাবিবির সঙ্গে পাল্‌কী চ'ড়ে হাওয়া খেতে যাবে। সে পাল্‌কীতে আগে থাকতে গিয়ে ব'সে থাকবে। তুমি সেরিণাবিবি সেজে বোরখায় মুখ ঢেকে গিয়ে পাল্‌কীতে উঠ্‌বে। অমনি পাল্‌কী ছেড়ে দেবে। তারপর মাঝ-দরিয়ায় গেলেই সালিকে ধ'রে তার নাকটা কিম্বা কাণটা— নুখলে কি না?

গফুর। যদি পালায়?

ফয়। আর দরিয়ায় ঝাঁপিয়ে প'ড়ে পালাবে মনে ক'চ্ছ নাকি?

গফুর। ও তাও তো বটে! বেঁচে থাক দোস্ত, বেঁচে থাকো।

(গীত)

গফুর। আজ মার্ দিয়া—মিঞা মার দিয়া
দিল পেয়ারা মিলেনেকো আসান্ সলুক্ মিল্ গিয়া॥

ফয়। তুম্ দোস্ত মেরা হো, তুম্ খোয়াইস্ করোগে যো,
জান দেনে ম্যয় তৈয়ার হুঁ, দেখো মতলব ক্যায়সা দিয়া।

গফুর। তুম বড়া মেহেরবান্, তুম বড়া মেহেরবান্।
এ্যায়সা দোস্ত কাঁহা মিলেগা এ্যায়সা কদর্‌দান।
ম্যয় জিন্দিগি ভর গোলাম তেরা মেরাজান তেরে লিয়ে

মেরি। মেরি দোস্তি মালুম হোগা, আখের দেখ্লিয়ে
চাচা! আখের দেখিয়ে।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নদী-সৈকতের উদ্যান-বাটিকা, নদীতে একখানি পান্সী;
পান্সীতে মাঝি উপবিষ্ট।

(নারীবেশে মোবারিকের প্রবেশ)

মোবারিক। সখুন্ মাহ্-এ-আস্তিন্ অর্থাৎ তাক্ খুস্তা তাক্। (পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি) কায়দায় এনে ফেলেছি, আর ভাবনা নেই। এই যে পান্সী। (নিকটে গিয়া) এখনও দেখছি সেরিণা আসেনি, ভালই হ'য়েছে; আগে থাকতে উঠে ব'সে থাকি। (পান্সীতে উঠিয়া বসিল)

মাঝি (স্বগতঃ) বোধ হ'চ্ছে এই সেই বান্দী বেটি এখনও সাজাদী আসেনি। বাপ্, গা-টা কাঁপ্‌ছে, এত বড় একটা সয়তানি কাজ।

কিন্তু পাঁচ শো আসরফি! আর মাঝিগিরি কর্ত্তে হবে না। সব ঠিক ঠাক ক'রে রেখেছি, সাজাদী কলেই পেন্না মারি।

মোবা। সখুন-মারু-এ-আস্তিন অর্থাৎ তাক্ থুন্না তাক্। (পুনঃ পুন. আবৃত্তি করণ) তাই তো এখনও আসচে না যে!

মাঝি। ঐ যে সাজাদী আস্‌চে, তৈরী হই।

(নারীবেশে গফুরের প্রবেশ)

গফুর। এইবারে দেখবো সানি, তুই কেমন ক'রে পালাস্, এই যে! সানি পান্সীতে ব'সে আছে, ওও দেখ্‌ছি বোরখা পরে এসেছে। যাই উঠে বসি। (উঠিয়া বসিল)

মাঝি। আর ত কেউ আস্‌বে না সাজাদী, তা'হলে পান্সী ছেড়ে দি?

মোবা (স্ত্রীকণ্ঠে) হাঁ ছাড়বি বৈ কি, আর দেরী কচ্ছিস্ কেন?

(মাঝি পান্সী ছাড়িয়া দিল)

(নৌকা চড়িয়া বাঁদিগণের প্রবেশ ও গীত)

কিবা মনোহর রাঙা সুরয ভাসে জলে।
আর মোরা বাহি তরী ধরি কুতুহলে॥
কালো জল কাল ক'রেছে, তুলে বিষম ঢেউ,
প্রেমের ঢেউ এম্নি ধারা করে ন্যাকের জলে চোখের জলে।
প্রাণ নিয়ে টানাটানি হয় যে শেষ কালে।

[প্রস্থান।

(পট পরিবর্ত্তন)

গফুর। (স্ত্রীকণ্ঠে) সানি!

মোবা। (স্ত্রীকণ্ঠে) কি সাজাদী?

গফুর। (স্ত্রীকণ্ঠে) তুই কতক্ষণ ব'সে আছিস? কষ্ট হয়নি তো?

মোবা। (স্ত্রীকণ্ঠে) আহা সাজাদী, তোমার জন্তে ব'সে থাকব না ত আর কার জন্তে থাকব? তুমিই যে আমার সব। (স্বগত) সখুনে মার্ এ-আস্তিন্—হুঁ ঠিক মনে আছে।

গফুর। (স্বগত) আ ম'লো, বেটার প্রেমটা কি সাজাদীতে গিয়ে গড়ালো নাকি! যা হোক অনেকটা ত এসে প'ড়েছি। এইবার দাওয়াইটা পরখ্ ক'রে দেখি। (স্ত্রীকণ্ঠে) সানি—

মোবা। (স্বগত) কি সাজাদী—

গফুর। (স্ত্রীকণ্ঠে) তোকে কাণে কাণে একটা কথা বলি শোন, কাকেও যেন বলিস্ নি।

মোবা। (পূর্ব্ববৎ) আহা সাজাদী, তোমার কথা নয়ত যেন মধু, একবার কাণে ঢুকলে আবার বেরুবে?

গফুর। (পূর্ব্ববৎ) তবে শোন।

(গফুর মোবারিকের কাণ কামড়াইয়া দিল, মোবারিক চীৎকার করিয়া উঠিল এবং উভয়ে উভয়কে দেখিয়া বিস্মিত হইল।)

মাঝি। (স্বগত) এইবার তলা খুলে দিই—

(তথাকরণ ও জলে ঝম্প প্রদান)

মোবা। তাই তো, কি করি গফুর! (ইতস্ততঃ করণ)

গফুর। জলে ঝাঁপিয়ে পড়ুন, জলে ঝাঁপিয়ে পড়ুন—

(উভয়ের জলে ঝম্প প্রদান)

(নোয়াজেসের প্রবেশ)

নোয়া। তাইতো, জেরিণাতো এখানে নেই—ওকি! জলে ডুবে উঠ্‌চে—ওটা কি! একটা মানুষ নয়? মানুষই ত বটে; এরি তারা আমার প্রাণ এরা একদিন বাঁচিয়েছিল। দেখি, যদি বাঁচাতে পারি।

(জলে ঝম্প প্রদান)

তৃতীয় দৃশ্য ।

হকিমের বাটী ।

রোগীগণের প্রবেশ ও গীত ।

সকলে । আমরা নূতন রোগে নূতন রোগী ক'জনা ।
দেখে বাড়াবাড়ি তাড়াতাড়ি, এসেছি হকিম বাড়ী
এ যাত্রা প্রাণটা বুঝি বাঁচে না ॥

১ম রোগী । আমার বেজায় রকম হাঁচি, গায়ে বসতে দেয় না মাচি,
বাঁচি কিনা বাঁচি,
ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচ্ ফ্যাঁচো যেন ক'রলে গরু শিরটানা ॥

২য় রোগী । আমার ঘুচে গেছে সুখ আমি কাসি খুক্ খুক্,
দুঃখ দেখে বিবি আমার কথাটী কয়না, তা' প্রাণেতে সয় না ।

৩য় রোগী । কাঁচা বয়সে প্রেমের ছিটে, বাত ধরেছে গেঁটে গেঁটে,
বিবি বেজায় খিট্‌খিটে, হায় দেখেও দেখে না ॥

৪র্থ রোগী । আমি একটুখানি কালা,—যেই ধান শুনতে কান শুনি,
অমি পয়জারের ঠ্যালা,
পীটটে যেন বাসী ঘর, ঝাড়ুর বহর সয় না ॥

৫ম রোগী । আমার হাই তোলাটাই রোগ, থেকে থেকে তেউড়ে ওঠা
বিষম কর্ম্মভোগ,
ধনুষ্টঙ্কার হ'লে শেষে আর ত আমি বাঁচবো না ॥

৬ষ্ঠ রোগী । এমন ঢেকুর তোলে না ত কেউ,
খাই না খাই পেট দম্‌সম্ সর্ব্বদা ঢেউ ঢেউ,
উদরীর গুঁতোর শেষে পটল তুলতে পার্ব্বো না ॥

৭ম রোগী। আমার চুলে মরা রোগ, উঠি হাঁটি দাঁড়াই বসি
ফকির বাবার যোগ,
নাকের কাছে ঝুল্‌চে সিঙ্গে ফুঁকৃতে দেরী সইবে না॥

৮ম রোগী। বমি বমি সদাই করে গা,—জলটুকু যে তলায় নাকো
বিষম ভাবনা,
এম্নি ধারা ক'রলে "ওয়াক্" প্রাণটা বাকী থাকবে না॥

সকলে। ওগো হকিম চাচা, মোদের মুস্কিল হ'ল বাঁচা,
মবি যদি মামদো হবো, তোমার বাড়ী ছাড়বনা॥

[সকলের প্রস্থান।

(সানিয়ার প্রবেশ)

সানি। (স্বগত) নিশ্চয়ই কেউ জেরিণা বিবিকে সাবধান ক'রে দিয়েছে, নৈলে রোজ বেড়াতে যায়, কাল গেলে না কেন? আর মাঝি বেটারই বা কি আক্কেল! তুই ভাল ক'রে না দেখেইবা নৌকা ছাড়লি কেন? যাক্—ও দিক দিয়ে আর কিছু হবেনা দেখছি। এখন সাজাদীর যুক্তিই ঠিক্। জেরিণা বিবিকে দাওয়াই খাইয়ে তার রূপ নষ্ট ক'রে দিতে হবে। তা'হলে পরদেশী আর তার দিকে ফিরেও চাইবে না। যখন সুরূপা সেচে সেধে আসচে, তখন কুরূপা কে চায়? ভালবাসা ভালবাসা— সব কথার কথা। আমি তা হ'লে সাথি ছুড়ীর করি কি? ভেবে দেখবো। এখন যা ক'র্ত্তে এসেছি করি; দাওয়াইটা সংগ্রহ করি। শুনেছি, এই হাকিমের কাছে এমন এক দাওয়াই আছে, যা খাবামাত্র মুখখানাকে একেবারে কালি মেরে দেয়। (প্রকাশ্যে) ও হকিম সাহেব—হকিম সাহেব—

হকিম। (গৃহাভ্যন্তর হইতে) কোন্ কম্বক্ত হায়?

সানি। মেহেরবাণী ক'রে একবার বাইরে এসেই দেখুন না।

(দ্বার খুলিয়া হকিমের প্রবেশ)

হকিম। ফর্‌মাইয়ে বিবি, ফর্‌মাইয়ে।

সানি। বড় একটা জরুরী কাজের জন্য আজ আপনার শরণাগত হ'য়েছি। এখন আপনার মেহেরবাণীর উপর সমস্ত নির্ভর ক'চ্ছে॥

হকিম। কেয়া কাম বিবি ফর্‌মাইয়ে, গোলাম হাজির—

সানি। একটু নিরিবিলি জায়গা না হ'লে ত ব'লতে পারিনে।

হকিম। বহুত আচ্ছা, অন্দরমে কোই হ্যায় নেহি, অন্দরমে আইয়ে।

(উভয়ে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ ও অপর দিক দিয়া সাখিয়ার প্রবেশ)

সাখিয়া। সানি ছুঁড়ী এত সকালে বাদসার হকিম সাহেবের বাড়ী। ব্যাপারটা কি? বাহিরে কথা চল্‌লো না, অন্দরের ভেতর ফুসুর ফাস্থর কর্ত্তে যাওয়া হ'ল। নিশ্চয়ই কোন ক মতলব আছে। যাহোক একবার দেখি, দৌড়টা কত। (অন্তরালে অবস্থান)

(হকিম ও সানিয়ার বহির্বাগমন)

হকিম। ইয়ে দাওয়াই লিজিয়ে বিবি, থোড়া সরবৎকা সাথ পিলা দিজিয়ে—ব্যস্‌—বিবি একদম্‌ কাফ্রী বন্‌ যায়েগি।

সানি। বড়ই বাধিত হলুম হকিম সাহেব, এই নিন আপনার ইমাম—সেলাম-

[সানিয়ার প্রস্থান।

(সাখিয়ার প্রবেশ)

(সাখিয়াকে দেখিয়া হকিমের তাড়াতাড়ি মোহরের থলি লুকাইবার চেষ্টা)

সাখিয়া। ওকি হকিম সাহেব, ওটা লুকোচ্চেন কি?

হকিম। (চমকিত হইয়া) ও কুচ্‌ নেহি, কুচ্‌ নেহি, ও দাওয়াই।

সাখিয়া। দাওয়াই কি আর থলিতে থাকে? আমাকে লুকোচ্চেন কেন? আমাকে কি চিন্‌তে পা'চ্চেন না? সেই যে হারেমে যখন চিকিৎসা কর্ত্তে গেছলেন, তখন আমার সঙ্গে দেখা। পুরুষ এমনি নিষ্ঠুর

বটে. একবার দেখা দিয়ে প্রাণে আগুন জ্বেলে দিয়ে, এত শীগ্‌গির ভুলতে পুরুষ ছাড়া আর কেউ পারে না।

হকিম। (স্বগত) ইয়ে কেয়া কহতি হ্যায় (প্রকাশ্যে) সব্ ইয়াদ হ্যায় বিবি, সব ইয়াদ হ্যায়, লেকিন ম্যয় গরিব।

সাখিয়া। ভালবাসার গরীব আমীর নেই হকিম সাহেব।

হকিম। কেঁও বিবি, এ্যায়সা বাত কেঁও কহতি হো?

সাখি। কি আর ব'ল্‌বো হকিম সাহেব, ওবে আমার শত্রু, সানিয়া আমায় স্পষ্ট ব'লেছে "যদি তুই হকিম সাহেবের আশা ত্যাগ কত্তে না পারিস, তা'হলে তোর মরণ আমার হাতে।

হকিম। (স্বগত) সব্ উল্টা হোগিয়া হো! আব্ ম্যয় উস্‌কা মতলব সমঝ্ গিয়া হুঁ। পহিলে যো আয়া, উও জরুর দাওয়াই ইনকো পিলায়েগি। (প্রকাশ্যে) বিবি, ম্যয় এক বড়া কসুর কিয়া, উস্‌কো ম্যয় এক দাওয়াই দিয়া, আব্ মালুম্ হুয়া, উও দাওয়াই তুমহারা ওয়াস্তে লেগেরি, কুচ পরোয়া নেই,- গৃহমধ্যে প্রবেশ ও অবিলম্বে একটী মোড়ক লইয়া পুনঃ প্রবেশ) ইয়ে দাওয়াই আপনে পাস্ রাখো, আগর কোই স্বরৎসে উও দাওয়াই তোমে পিলাউংগা ইয়ে দাওয়াই পানিকে সাথ পীনা. ব্যস্, সব্ আচ্ছা হো যায়েগা।

সানিয়া। আপনার বড় মেহেরবাণী। (স্বগত) যাক্ ভাবনা গেল, (প্রকাশ্যে) আচ্ছা হকিম সাহেব, এখন তবে আসি,—সেলাম—মনেরাখবেন।

হকিম। সেলাম (সাখিয়ার প্রস্থান) কেয়া তোফা, এক সাথ রোপেয়া আউর আউরাৎ? [প্রস্থান।

(হকিমের বালক ভৃত্যদ্বয়ের প্রবেশ ও গীত)

ফুকো শিশি নয়কো আছে হাকিম চাচার হজমীগুলি
আত্ত মানুষ হজম করে, বাকী রাখে গোঁফগুলি।

লাথি জুতো হজম করে, গালাগালি কোন্ ছার—
রক্ত আঁখি দেখে ভক্ত বলে কি বাহার—
বিবির মুখ ঝান্টা মন ভারি শুক্‌নো আব্দার সথ করি,
হজম ক'রে মেজাজ নরম—বলে কোকিল-কাকলী,
শুক্‌নো ধাতে সয়না যেটা সইতে পারে দাওয়াই গিলি ॥

চতুর্থ দৃশ্য।

লতাকুঞ্জ।

জেরিণা

জেরিণা। তাইতো একি হ'লো! রোজ ঘুম থেকে উঠে সরবৎ খাই, আজও খেলুম কিন্তু একি হলো! এমন কদর্য্য রূপ হ'ল কেন? নিশ্চয়ই সরবতের সঙ্গে কেউ কিছু মিশিয়ে দিয়েছে, কি করি? পরদেশী আমায় অন্তরের সহিত ভালবাসেন। আমার রূপ দেখে তিনি ঘৃণা না ক'র্‌লেও আমি ঘৃণায় তাঁর কাছে মুখ দেখাতে পারব না। তাঁকে দূর হ'তে দেখ্‌বো—দূর হ'তে ভালবাস্‌বো। তাঁর সংসর্গে থেকে তার সমস্ত জীবনটা বিষময় কর্ত্তে পার্ব্বো না। পরদেশী আমার—জীবনে মরণে আমার,—এই সান্ত্বনাই আমার সুখ,—আমি স্বার্থ চাই না।

(নোয়াজেসের প্রবেশ তদ্দর্শনে জেরিণা অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিলেন)

নোয়া। জেরিণা, একি! মুখ ঢেকে র'য়েছ কেন জেরিণা?

জেরিণা। কিছু মনে ক'র না পরদেশী, লজ্জায় মুখ দেখাতে পার্‌বো না ব'লেই ঢেকে রেখেছি।

নোয়া। লজ্জা! কিসের লজ্জা জেরিণা?

জেরিণা। আমি অতি কুৎসিতা—

নোয়া। কুৎসিতা! সুন্দরি, কি ব'লচো? বেহেস্তে এ সৌন্দর্য্য আছে কি না জানি না,—তবে পৃথিবীতে যে সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না, সেই অতুলনা সুন্দরী তুমি—তোমার মুখে আজ একি কথা জেরিণা? তোমার কথার অর্থ ত আমি কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

জেরিণা। সত্যই পরদেশী আমি অতি কুৎসিতা।

নোয়া। তুমি সুন্দরীই হও—আর কুৎসিতাই হও তুমি আমার। অন্তরের সৌন্দর্য্যের কাছে বাহিরের রূপ? সে যে কাঞ্চনের তুলনায় কাচ! জেরিণা, অবগুণ্ঠন উন্মোচন কর!

জেরিণা। যদি মুখ দেখে আমায় ঘৃণা হয়?

নোয়া। যে মুখচ্ছবি নিদ্রায় স্বপ্ন, স্বপ্নে শান্তি, জাগরণে তৃপ্তি, কল্পনায় সুখ এনে দেয়, তা দেখে ঘৃণা! জেরিণা, তুমি কি উন্মাদিনী হ'য়েছ?

জেরিণা। আপনার বিশ্বাস হ'চ্ছে না? এই দেখুন, আমি কত কুৎসিতা! (অবগুণ্ঠন উন্মোচন)

নোয়া। কৈ প্রিয়তমে, আমি ত তোমার কিছু পরিবর্ত্তন দেখ্‌ছি না! তুনিয়ায় যদি কেউ আমার চোখ নিয়ে তোমায় দেখ্‌তো, তা'হলে সে কেমন ক'রে তোমায় কুৎসিতা ব'ল্‌তো, তা দেখতুম। নোয়াজেস তোমার অন্তরের সৌন্দর্য্য দেখে তোমার বাহ্যিকরূপ দেখবার চোখ হারিয়েছে। লোকের চক্ষে তুমি যতই কুৎসিতা হও, এচক্ষে তুমি তার প্রাণময়ী ছবি!

(হস্তধারণ)

সেরিণা। (অন্তরাল হইতে) এত কুৎসিতা, অথচ এত ভালবাসা! অসহ্য।

জেরিণা। পরদেশী,—পরদেশী! কি ক'রছেন, আমার মত কুরূপার সংসর্গে সমস্ত জীবনটা বিষময় ক'র্বেন, এ দুঃখ আমি কেমন ক'রে সহ্য ক'র্ব্ব?

(সরবতের গ্লাস লইয়া সাখিয়ার প্রবেশ)

সাখিয়া। না কেন কষ্টে হবে সাজাদি! তোমার এ নিস্বার্থ ভালবাসার কি একটুও পুরস্কার নেই? এই নাও, প্রতিষেধক দাওয়াই, এখনই খেয়ে ফেল।

(বাঁদীগণের গীত)

রূপের লাগিয়ে বেসোনাকো ভাল,
ভালবেসে সুখ পাবে না পাবে না।
রূপ মদনেশা ছুটে গেলে প্রাণে, মিলনেতে সুখ হবে না হবে না॥
যৌবন হেরিয়ে যদি ভালবাসা, সে যে নিমিষের না পূরিবে আশা,
যৌবন ফুরাবে, ভালবাসা যাবে, বাঞ্ছিত ফিরে চাবে না চাবে না।
ধন বিনিময়ে প্রেমের কামনা, সে ত নহে প্রেম, প্রেমের ছলনা,
শুধু প্রাণ বিনিময়ে ভালবাসা—বাসি,
ধন দিলে প্রেম মেলেনা মেলেনা॥

নোয়া। এস জেরিণা, আমরা একটু নদীর দিকে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

আরাম বাগান।

(অপরূপ সাজে সজ্জিতা সেরিণার প্রবেশ)

সেরিণা। (আপন অঙ্গ সৌষ্ঠব ও সাজ সজ্জার দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে করিতে) এ রূপের নিকট জেরিণার রূপ? যেন সদ্যঃপ্রস্ফুটিত গোলাপের তুলনায় ঘণ্টাকর্ণ কুসুম! যেমন সুশিক্ষিতের সম্মুখে এক অসভ্য অভব্য মূর্খিনী! যেন মূর্ত্তিমতী পরী-সম্রাজ্ঞীর সমীপে আদিমনিবাসী

জঙ্গলের কাফ্রি রমণী! দুনিয়ায় এমন পুরুষ কে আছে, যে এই শরদেন্দু-নিভাননার রূপ-রজ্জুতে আকৃষ্ট না হয়, যে না হয়, সে মূর্খ—অতি মূর্খ। শাখামৃগ যেমন মুক্তাহারের মর্ম্ম জানে না, সেও তদ্রূপ কামিনীর কমনীয় রূপের মাধুর্য্য অনুভব ক'র্ত্তে পারে না। পরদেশী জেরিণার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'য়ে তাকে একটু ভালবেসেছিল, এখন কুরূপা দেখেও ভালবাসে, শুধু পূর্ব্বের নেশায়। আমার এ ভুবনমোহন রূপ দেখ্‌লে পরদেশী কি আর জেরিণারদিকে ফিরে চাইবে? কখনই নয়। সে তাকে আঘ্রাত কুসুমের ন্যায় পদদলিত ক'রে আমার চরণতলে লুটিয়ে প'ড়বে। আমার অনিন্দ্য-সুন্দর রূপ দেখে আমি নিজেই মোহিত হ'চ্ছি —পরদেশী ত পুরুষ!

(নোয়াজেসের প্রবেশ ও সেরিণাকে মুগ্ধনেত্রে দর্শন।)

নোয়া। অতি সুন্দর!

সেরি। এখন বলুন দেখি, কে সুন্দরী? জেরিণা না আমি? এ রূপের তুলনায় জেরিণার রূপ কাফ্রি-রমণীর মত নয় কি? বলুন দেখি, এ সৌন্দর্য্য উপভোগ ক'র্ত্তে কি সাধ হয় না? বলুন দেখি, যদি কেউ স্বেচ্ছায় এই রূপের ডালি আপনাকে উপহার দিতে আসে, তার বিনিময়ে একটু ভালবাসা চায়, তাহ'লে আপনি কি করেন?

নোয়া। কি করি! আতঙ্কে দূরে পালিয়ে যাই! সাজাদী, রূপমূল্যে ভালবাসা কিনতে চাও? এতক্ষণ বিস্ময়-বিমুগ্ধ-নেত্রে তোমার ঐ ভুবন-মোহন রূপ দেখছিলুম—দেখলুম, ও রূপ নয়—জ্বলন্ত অগ্নিশিখা! দূর থেকে দেখ্‌লে বড় মধুর, বড় তৃপ্তিকর। কাছে যাবার যো নেই। স্পর্শ করা দূরে থাক্, কাছে গেলে উত্তাপে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে পুড়ে যাবে। আর ঐ রূপের অন্তরালে একটা জিনিষ লুকোনো আছে, তোমরা তাকে বল হৃদয়; আমি দেখ্‌চি, সে হৃদয় নয়—বিষমাখা ছুরি। সাজাদী, তুমি জেরিণার রূপের তুলনা ক'চ্ছো? সে রূপ কখনও দেখ্‌বার মত দেখোনি,

তাই নিন্দা ক'চ্ছো। সে রূপ·জ্যোৎস্নার মত সুন্দর—মলয়ের মত স্নিগ্ধ! তাতে অগ্নির মত দাহিকা-শক্তি নেই। আবার তার অভ্যন্তরের বস্তুটী যে কি সুন্দর, তা তোমায় কি বল্‌বো! যেহেতু সে সৌন্দর্য্য নেই,—তার উপমা দিতে ভাষার শক্তি নেই,—সে পবিত্র, শান্তিময়, স্বর্গীয়! সাজাদী, গোস্তাকী মার্জ্জনা কর্‌বেন,—জেনে রাখুন, রূপের ফাঁদে মানুষে পড়ে না, শুধু পশুতে পড়ে।

সেরি। (স্বগত) এত অপমান! এত অবজ্ঞা! সম্রাট-নন্দিনীর অযাচিত প্রেমে এত হেনস্তা! (প্রকাশ্যে) পরদেশী, এখনও বিবেচনা কর, কি ক'চ্ছো বুঝ্‌তে পাচ্ছো না। এখনও ভাল ক'রে বিবেচনা ক'রে উত্তর দাও।

নোয়া। সাহাজাদী, উত্তর ত পেয়েছ—তবে যদি আবার শুন্‌তে চাও·শোনো, গর্ব্বিতা নারী, আমায় রূপের ফাঁদে ফেল্‌তে চেষ্টা ক'রনা আমি মানুষ। (গমনোদ্যত)

সেরি। অপেক্ষা কর।

নোয়া। প্রয়োজন?

সেরি। তুমি আমার বন্দী।

নোয়া। কি অপরাধে?

সেরি। সম্রাট-নন্দিনী সে কৈফিয়ৎ তোমাকে দেবে না; দিতে হয় সম্রাটের কাছে দেবে,—কে আছিস্? (দুইজন খোজার প্রবেশ) বন্দী কর—

(জেরিণার প্রবেশ)

জেরিণা। খবরদার,—সেরিণা, এতদিন তুমি আমার যে শত্রুতা ক'রে এসেছ, মনে ক'র্‌লে তোমারই স্থখশয্যা হ'তো ঐ কারাগারে। আসুন পরদেশী,—(নোয়াজেলের হাত ধরিয়া প্রস্থান)

[অন্যদিক দিয়া খোজাদ্বয়ের প্রস্থান।

(সানিয়ার প্রবেশ)

সেরি। তুই এসেছিস্ ভালই হ'য়েছে, তোমাকেই আমি চাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের উদ্দেশ্য কেউ গোপনে অবগত হ'য়েছে।

সানি। দুটো গোবেচারার প্রাণ গেছ্‌লো আর কি!

সেরি। সানি, একে আমি পদাহতা ভুজঙ্গিনীর ন্যায় মর্ম্ম যাতনায় অস্থির, তার উপর তুই ভাষার শ্লীলতা নষ্ট ক'র্‌ছিস্? পুনরায় উপায় উদ্ভাবন কর্‌—অন্য উপায় না হয়—হত্যা। যে আমার প্রণয়ের প্রতি-দ্বন্দ্বিনী, তার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। অসহ্য—নিতান্ত অসহ্য!

সানি। যদি এতই অসহ্য হয়, তাহ'লে গভীর রাত্রে যখন ঘুমুবে, বুকে ছুরি বসিয়ে দিলেই হ'বে।

সেরি। কে দেবে?

সানি। এ কাজ বাইরের লোকের দ্বারা হবে না—যদি ভাষার হিড়িকটা একটু বন্ধ ক'রে একটু মুখের ভালবাসা জানাতে পারো—তাহ'লে মোবারিক তোমার জন্য সব কর্ত্তে পারে—আর যদি ধরা পড়ে, সেই যাবে।

সেরি। আমার জন্য নিরীহ বেচারার প্রাণ যাবে?

সানি। জ্বালাতনের হাত থেকে ত বাঁচবে—

সেরি। (চিন্তা করিয়া) ঠিক ব'লেছিস্ আবশ্যক হয়, আত্মরক্ষার জন্য তাকে ধরিয়ে দিতে হবে। একটু প্রেমের অভিনয় প্রয়োজন, কেমন?

সানি। হ্যাঁ তাহ'লে তাঁকে ডেকে আনি। আর যেতে হ'লনা, ঐ যে তোমার প্রেমিক নাগর এই দিকেই আস্‌ছেন। আমি চল্লুম, তোমাদের প্রেমের পথে আর বাধা হ'য়ে দাঁড়াবো না। [প্রস্থান।

সাখি। (অন্তরালে) বেশ ষড়যন্ত্র চলেছে দেখছি যে—ভাগ্যে এই-

দিকে এসেছিলুম—খোদা, তোমার অশেষ করুণা। আর একটু থাকি।

(লুক্কায়িত হওন)

("সখুন্-মার্-এ-আস্তিন্" পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিতে করিতে মোবারিকের প্রবেশ)

মোবা। সাজাদি, এইবার গাদা গাদা সাধুভাষা নাও—সে দিন সেটার উচ্চারণ ভুল হ'য়েছিল—তাও ঠিক ক'রে নিয়েছি। আর একটা নূতন শিখেছি। মার্জ্জিত-ভাষার-দেশের একজন লোক পেয়েছি, সে আমায় রোজ রোজ শেখাবে ব'লেছে, গাদা গাদা শিখ্‌বো—

সেরি। (স্বগত) অপদার্থ! (প্রকাশ্যে) কি শিখেছ প্রিয়তম?

মোবা। (স্বগত) বেঁচে থাকো দোস্ত—তবু এখনও বলিনি—শুন্‌বে বিবি, শুন্‌বে—কি শিখেছি শুন্‌বে?

সেরিণা। বল প্রিয়তম, আমি শোনবার জন্ত অতীব উৎকণ্ঠিতা।

মোবা! (স্বগত) আবার উৎকণ্ঠাও হ'চ্চে। বেঁচে থাকো দোস্ত, বেঁচে থাকো। ব'লব? না আর একটু দম্ দেবো? আগে পুরোণটা বলি, না দুটোই বলি। (প্রকাশ্যে) শোন বিবি, এই—জরে—বক্—'রারে মজ্জুম—অর্থাৎ তেটে কেটে গদী ঘিনা ধা।

সেরিণা। (স্বগত) অকালকুষ্মাণ্ড। (প্রকাশ্যে) আহা কর্ণে যেন মধুবৃষ্টি হ'ল।

মোবা। (স্বগত) বেঁচে থাকো বন্ধু। (প্রকাশ্যে) এতো পুরাণো, নূতনটা শুন্‌লে একেবারে মধুর দরিয়ায় নাকানি চোবানি! শোন বিবি, সখুন্-মার্-এ-আস্তিন্ অর্থাৎ তাক্ ধুমা তাক্ কেমন?

সেরি। (স্বগত) জাহান্নমে যাও। (প্রকাশ্যে) সত্যই তাই প্রিয়তম; আর শিখেছ?

মোবা। আর শিখিনি বটে, তবে গাদা গাদা শিখ্‌বো, সেকি এদেশের মানুষ! (স্বগত) সেদিন যদি পান্‌সীখানা না ডুব্‌তো, আর বিবি যদি থাক্‌তো, তা হ'লে ত সেই দিনই পোয়াবারো হ'ত।

সেরি। আচ্ছা মোবারিক, তুমি আমায় ভালবাস?

মোবা। বাসি না? অতি ভয়ঙ্কর ভালবাসি, ম'র্‌তে পারি বিবি, তোমার জন্য ম'র্‌তে পারি।

সেরি। সত্য, তাই পার?

মোবা। দেখ—(কটিদেশ হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া নিজ বক্ষে মারিতে উদ্যত। সেরিণার বাধা দেওয়া)

সেরি। থাক—বুঝেছি।

মোবা। দাঁড়াও বিবি তোমার পায়ের তলায় একবার গড়াগড়ি দিই।

সেরি। ছি! প্রিয়তম, ওকি ক'র্‌ত্তে আছে! তুমি যে আমার সর্ব্বস্ব মোবারিক—

মোবা। অ—মেরা কলিজে!

সেরি। (স্বগত) নিতান্ত অসহ্য, কিন্তু কর্ত্তব্য! (প্রকাশ্যে) প্রিয়তম, একটা অনুরোধ রাখবে?

মোবা। বল?

সেরি। দেখ প্রিয়তম, এ রাজ্যের তুমি রাজা, আমি রাণী। পিতার দেহ ভগ্ন, কিন্তু জেরিণা আমাদের ঐশ্বর্য্যের অর্দ্ধেকের অংশীদার। তোমাকে বঞ্চিত ক'রে তাকে অর্দ্ধেক অংশ দিতে হবে, এই চিন্তা আমায় বড় উদ্বিগ্ন ক'রেছে। আমার এ উদ্বেগ দূর কর্ত্তে পারো প্রিয়তম?

মোবা। এ আর বেশী কথা কি, তোমার অনুমতি পেলে, আমি আজই তাকে দুনিয়া থেকে সরা'তে পারি।

সেরি। তা যদি পার প্রিয়তম, তা হ'লে আর কি ব'লবো—

মোবা। আর কিছু ব'লতে হবে না বিবি, আমি আজই শেষ ক'র্ব্বো।

সেরি। তা হ'লে আবার কখন দেখা হবে?

মোবা। কাজ শেষ হ'লে। এখন আসি বিবি! [প্রস্থান।

সেরি। ঠিক হ'য়েছে, এ পার্ব্বে। সানিয়া বড় বুদ্ধিমতী। এই যে সানিয়া। (সানিয়ার প্রবেশ) সানিয়া, তোর বুদ্ধির প্রশংসা না ক'রে থাকতে পাচ্ছি না।

সানি। রাজী হ'য়েছে ত?

সেরি। অতি সহজেই, এখন আয়, হাতে অনেক কাজ।

সানি। তুমি চল, গফুরের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে আমি এখনি আস্‌চি। (সেরিণার প্রস্থান) গোফ্‌রোকে হাত ক'রে নিজের মতলবটা হাসিল কর্ত্তে হবে। ধরা পড়ে ছোঁড়া মর্ব্বে—তখন দেখা যাবে। ঐ যে আস্‌ছে—(গফুরের প্রবেশ) প্রিয়তম! প্রিয়তম! এতক্ষণ কোথায় ছিলে? তোমাকে দেখ্‌তে না পেয়ে আমার প্রাণ যে এতক্ষণ কি কচ্ছিল, তা তোমাকে কি ক'রে বোঝাব নিষ্ঠুর! (হস্তধারণ)

গফুর। (স্বগত) তাইতো, এ বলে কি! দাওয়াইটা ত দেখাচ্ছ আচ্ছা ঝাঁঝালো! শুধু ওকে মনে ক'রে হুজুরের কাণ কামড়ালুম, তাইতেই এতটা গড়ালো! যা'ক বাবা, কাজ ফতে। এখন সহজে ধরা দিচ্ছি না, একটু খেলিয়ে নিই, বেটী আমাকে কম নাকালটা ক'রেছে!

সানি। প্রিয়তম! প্রিয়তম!—

গফুর। (মুখ ফিরাইয়া) এখন ঠ্যালা বোঝ, এ্যাদ্দিন খোসামোদ করিয়েছ—এখন খোসামোদ কর।

সানি। গফুর, প্রিয়তম! আর নিষ্ঠুর হ'য়োনা—

গফুর। এ্যাদ্দিন যে নাকের জলে চোখের জলে ক'রেছ চাঁদ!

সানি। প্রিয়তম। তুমি যে ব'লতে, তুমি আমায় ভালবাসো।

গফুর। তা'ত বাসতুম, এখনও বাসি,—কিন্তু তুমি কি আমায় কম যন্ত্রণাটা দিয়েছ!

সানি। সে সব কথা ভুলে যাও প্রিয়তম, আমায় মার্জ্জনা কর।

গফুর। যাক্, এর উপর আর কথা চলে না। বিবি সাহেব, এখন আপোষে সব মিটমাট্। এখন একখানা গান শোনাও—

সানি। তোমায় গান শোনাবো না? আমি শোনাব, বাঁদীদের ডেকে শোনাবো—

(সানিয়ার গীত

তোমায় শোনাবো বঁধু গান।
তুমি এক কামড়ে মজায়েছ কেড়ে নিয়ে মন-প্রাণ॥
ধরিব খাম্বাজ ঝিঁঝিঁট রাগিণী, মুখ ব্যাদানিব যেমন বাঘিনী।
তিনের আড়িতে কাঁপাবো মেদিনী, হানিব নয়ন বাণ॥

গফুর। মেরেছো বিবি মেরেছো—একেবারে দফা সেরেছ!

সানি। এখনি হ'য়েছে কি প্রিয়তম—এখনও বাঁদীদের গান বাকী। আচ্ছা প্রিয়তম, বাঁদীদের গান শোনবার আগে একটা অনুরোধ কর্ত্তে পারি কি?

গফুর। অনুরোধ ব'লচো কি বিবি, আদেশ বল—আর একটা কেন, দুশো আদেশ কর—গোলাম হাজির।

সানি। ছি, ও কথা ব'লতে নেই—প্রিয়তম, তোমার মত রত্ন লাভ বোধ হয় আমার নসীবে সইবে না—

গফুর। কেন বিবি, কেন?

সানি। আগে আমি তোমায় চাইতুম না বটে, পাখি চাইতো—

এখনও সে চায়—সে গুণ জানে, এখন যদি সে গুণ ক'রে তোমায় বশ করে, আমি জানে মারা যাবো।

গফুর। আমি ত তাকে চাই না।

সানি। গুণ ক'রলেই চাইতে হবে, এই আমার হাল দেখেই বোঝনা ; আগে কি আমি তোমায় চাইতুম ?

গফুর। তা বটে, তা'হলে কি কর্ত্তে বল ?

সানি। শত্রুর শেষ করাই ভাল, নইলে আমি তোমায় পেয়ে হারাতে পার্ব্বোনা !

গফুর। বেশ কথা, আজই নাও, কাল সকালে শুনবে, সাথি দুনিয়া থেকে স'রেছে।

সাথি। (অন্তরাল হইতে) খোদার রাজত্বে মানুষ যা মনে করে, সব সময় তা হয় না। [প্রস্থান।

সানি। বড় বাধিত হলুম প্রিয়তম, আজ তোমায় পেয়ে আমার যে কি আনন্দ হচ্ছে, তা আর এক মুখে ব'লে উঠ্তে পাচ্ছিনে। ওরে বাঁদীরে, আজ আনন্দের দিনে তোরা কোথায় ? আয়, নাচ, গা—আমোদ কর।

(বাঁদীগণের প্রবেশ ও গীত)

ছুটা হায় দিল হামরা,—তেরে পিছে পিয়ারা।
মেরে পিয়ারা হাঁরে পিয়ারা ॥
চাঁদিনী রাতিয়া ইয়া উজল ভরা,
নওয়ার তেরে সব হি আঁখেরা,
কলিজা কি রোশনী তুহি হো দিল পিয়ারা,
মেরে পিয়ারা হাঁরে পিয়ারা

খামুশ রহনা এ বড়া মুস্কিল, ঘড়ি ঘড়ি ঘড়ি ধড়কৃতা দিল,
গোরে ধরি, না মার কাটারি, টুটাও না দিল হামারা,—
মেরে পিয়ারা হাঁরে পিয়ারা ॥

ষষ্ঠ দৃশ্য।

কক্ষ।

জেরিণা নিদ্রিতা।

জেরিণা। (নিদ্রাভঙ্গে) পরদেশী—পরদেশী, কৈ কেউত নেই, তবে কি স্বপ্ন! আজ আমার প্রাণটা এমন কচ্চে কেন? গা'টা যেন কি একটা আশঙ্কায় ছম্ ছম্ ক'চ্ছে! (সাখিয়ার প্রবেশ) সাখি, তুই এ সময়?

সাখি। আমি সন্ধ্যা থেকে তোমায় খুঁজচি, জোর নসীব, তাই এ সময় এখানে দেখতে পেলুম। সাজাদী, পালিয়ে এসো—

জেরি। কেন?

সাখি। ষড়যন্ত্র, তোমাকে আমাকে হত্যা কর্ব্বার ষড়যন্ত্র!

জেরি। কি ব'ল্‌ছিস্?

সাখি। ব'ল্‌ছি ঠিক। দেরী ক'রনা, আমার সঙ্গে এসো; এখনি হাতে হাতে দেখতে পাবে—

জেরি। বুঝি সেরিণার ষড়যন্ত্র!

সাখি। হাঁ, চলে এসো—

জেরি। কিন্তু তোকে হত্যা ক'র্‌বার উদ্দেশ্য

সাখি। উদ্দেশ্য আছে, এখন চ'লে এস, সময়ে ব'ল্‌বো—

জেরি। না সাখি, অসম্ভব—

সাখি। সে দিন হাওয়া খেতে যেতে দিইনি, গেলে কি হ'তো এখন বুঝ্‌তে পারছ তো?

জেরি। তাও কি সম্ভব?

সাখি। সম্ভব অসম্ভব এখনই হাতে হাতে দেখ্‌তে পাবে; এসো—চ'লে এসো—

জেরি। আমি সেরিণাকে মুখে শাসিয়েছিলুম বটে, কিছু করিনি; সে ক'চ্ছে কেন?

সাখি। তুমি যা চেয়েছিলে, তা পেয়েছ বা পাবে; কিন্তু তার তা পাবার আশাটুকুও নেই। সে জন্যে যা কিছু কর্ব্বার আবশ্যক, তা তোমার নেই,—তার আছে।

জেরি। বটে—

সাখি। এসো,—চ'লে এসো— [উভয়ের প্রস্থান।

(কিয়ৎক্ষণ পরে জেরিণার পোষাকে সজ্জিত একটী প্রতিমূর্ত্তি লইয়া সাখিয়ার পুনঃ প্রবেশ)

সাখি। জেরিণা বিবিকে একটা হাতে হাতে প্রমাণ না দিলে সে কখনও বিশ্বাস কর্ব্বে না। মোবারিক বা গফুরের মত দু'জন কাণ্ডজ্ঞান শূন্য উন্মাদের চক্ষে ধূলো দিতে বেশী মেহনৎ কর্ত্তে হবে না। একটা নিজের বিছানায় রেখে এসেছি; আর একটা সাজাদীর বিছানায় শুইয়ে রাখি। (প্রতিমূর্ত্তি পালঙ্কে রাখিয়া) এখন এই পাশের ঘরে গিয়ে সাজাদীর কাছে ব'সে, মৃত্যুর আশা-পথ চেয়ে থাকি। [প্রস্থান।

(ধীরে ধীরে মোবারিকের প্রবেশ)

মোবা। ঘোর অন্ধকার! গা'টা কেমন ছম্ ছম্ ক'রছে। যা কর্ত্তে এসেছি, নেহাত সোজা কাজ নয়, আর ওদিকে ভাব্‌তে গেলে সম্রাট্-নন্দিনী সেরিণাকে লাভ করাও নেহাত সোজা নয়; মার্জ্জিত ভাবাও

শেখা চাই—আবার এই রকম এক আধটা কাজও করা চাই। পা দুটো আবার এই সময় কাঁপ্‌তে সুরু ক'র্‌লে! যা থাকে নসীবে, এগুই। বেশ ঘুমুচ্ছে, এই সুযোগে দিই বসিয়ে, দোষ? দূর ছাই, হাতটা আবার কাঁপছে, দিই বসিয়ে—(প্রতিমূর্ত্তির বক্ষে ছুরিকাঘাত) আর ওদিকে তাকাবো না, ছুরিখানা থাক, তুল্‌বো না, রক্তে দরিয়া হ'য়ে যাবে, পালাই— [প্রস্থান।

(ধীরে ধীরে সেরিণার প্রবেশ)

সেরিণা। এই ত জেরিণার কক্ষ! যেন মৃতের মত নিস্তব্ধ! ঐ না জেরিণা শু'য়ে? বক্ষে আমূল-বিদ্ধ ছুরিকা! হা—হা—হা এইবার প্রতিদ্বন্দ্বিনী, পরদেশী কার?

(জেরিণার প্রবেশ)

জেরিণা। পরদেশী আমার।

সেরিণা। সয়তানী, সয়তানী! সানিয়া, সানিয়া [বেগে প্রস্থান।

(সাখিয়ার প্রবেশ)

সাখিয়া। কি সাজাদী, এখন বিশ্বাস হ'ল?

জেরিণা। সাখিয়া, তোর ঋণ কখনও শুধ্‌তে পার্ব্বো না।

সাখিয়া। তোমার মরণটা তো দেখ্‌লে, এখন আমার মরণটা দেখ্‌বে এসো! [উভয়ের প্রস্থান।

(ধীরে ধীরে সানিয়ার প্রবেশ)

সানিয়া। এই যে মোবারিক দিব্বি ছুরিখানা জেরিণাবিবির বুকে আমূল বসিয়ে দিয়ে চ'লে গেছে, গোক্‌রো এখনো ফির্‌লো না কেন?

(প্রতিমূর্ত্তির কাটা মুণ্ড লইয়া গফুরের প্রবেশ)

গফুর। এই যে বিবি, তুমি এতদূর এসেছ—এই দেখ, কাজ শেষ ক'রে এসেছি।

সানিয়া। তুই আমায় সত্যি ভালবাসিস্ গফুর,, দেখি মুণ্ডটা ?

(সাখিয়ার প্রবেশ)

সাখিয়া। আর দেখ্‌তে হবে না, ও আমারই মুণ্ড! (কাটা মুণ্ড লইয়া) সাজাদী, দেখ্‌বে এসো, আমার কাটামুণ্ড দেখ্‌বে এসো।

সানি। এঁ্যা—একি! অন্ধ, কি ক'রেছিস্—এ যে মাটী!

গফুর। এঁ্যা! সেকি বিবি তাহ'লে যে সব মাটী! [সকলের প্রস্থান

(বাঁদীগণের প্রবেশ)

গীত।

সব মাটী সব মাটী—
দেখ, হ'ল কেমন সব মাটী।
জাল যতই বোন ঘামিয়ে মাথা, খাটবে না চালাকিটী।
আশায় বোনা জাল, জাল ক'র্‌লে নাজেহাল,
আপন জালে জড়িয়ে হ'ল যেন গুটীপোকাটী।
ক'র্‌তে গিয়ে এক, হ'য়ে গেল আর,
ওলোট্ প্যালোট্ এমনি ধারা ব্যাপার দুনিয়ার,
যে বুঝ্‌তে জানে, বুঝে দেখে, খোদার নাড়া কলকাটী।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শান্তি-নিকেতন।

নোয়াজেস ও জেরিণা।

(বাঁদীগণের প্রবেশ ও গীত)

সুন্দর ধরণী, সুন্দর তটিনী, সুন্দর মলয় বায়।
সুন্দর কমলে সুন্দর হাসি, সুন্দর বিহগ গায়॥

সুন্দর কপোত কপোতি পাশে, মুখখানি চেয়ে প্রেম-আবেশে,
চিত্রিত প্রজাপতি মধুর মরাল-গতি সুন্দরী চলে চলে সুন্দর গায়
সুন্দর দামিনী সুন্দর জলদলে, শিখি শিখিনী নাচে সুখে তালে তালে,
সুন্দরে সুন্দরে মিলন সুন্দর, কেনা বল সুন্দর চায়॥

নোয়া। জেরিণা, তোমার এ শান্তি-নিকেতন সত্যই ঐ নামের যোগ্য। তুমি জগতের সমস্ত সৌন্দর্য্যের তিল তিল ক'রে নিয়ে এই শান্তি-নিকেতন নির্ম্মাণ করেছো। প্রকৃতিও তোমার কাছে হার মেনেছে।

জেরি। এত সুন্দর শুধু তুমি আছ ব'লে, প্রতি পুষ্প হ'তে ভ্রমর গুঞ্জন, তরু শাখায় পাখীর কূজন, তোমার আদরমাখা প্রেমপূর্ণ সম্ভাষণের

প্রতিধ্বনি এনে দিচ্ছে। তাই এই শান্তি-নিকেতন এত মধুর, এত তৃপ্তিকর, এত শান্তিময় হ'য়েছে।

নোয়া। তোমরা নারীজাতি, ছোটকে এত বড় কর্ত্তে পারো যে পুরুষকে বাধ্য হ'য়ে হার মানতেই হবে; কেন না যার সৌন্দর্য্যের কাছে সৌন্দর্য্যের রাণী প্রকৃতি সুন্দরী লজ্জায় ম্রিয়মানা, সে যদি জোর ক'রে আর এতজনে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তে চায়, তবে ব্যাকরণ মতে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার এসে দাঁড়ায়।

জেরি। আপনার ব্যাকরণে ত খুব ব্যুৎপত্তি দেখ্‌ছি।

নোয়া। হবে না? যাঁর ভগ্নী ব্যাকরণসঙ্গত কথা ভিন্ন অন্য কথা কইতেই জানেন না, তাঁর কাছে থেকে যদি ব্যাকরণে ব্যুৎপত্তি না হয় ত হবে কোথায়?

জেরি। তর্কবাগীশকে তর্কে হারানো আমার কর্ম্ম নয়। এখন ওসব কথা ছেড়ে দাও,,—আচ্ছা ফয়নাশার কি আজও ভয় গেল না? বেশ লক্ষ্য ক'রে দেখেছি, ও সাথীকে আর ততটা ভয় করে না। তবে অন্য লোককে দেখ্‌লে ভয়ে তেম্নি কাঁপ্‌তে থাকে।

নোয়া। সাথিকে যে ভয় করে না, তার বোধ হয় একটু মানে আছে।

জেরি। আমারও তাই মনে হয়—একটু মানে আছে! ফয়নাশাকে আমার বেশ ভাল লাগে, সে যেমন ভীতু আবার তেমনি সরল; ঐ দেখনা আস্‌চে—যেন কত সশঙ্কিত।

(ফয়নাশার প্রবেশ)

নোয়া। কি রে ফয়নাশা—এদিক ওদিক কি দেখছিস্‌?

ফয়। যে রাজ্যেতে এসেছেন হুজুর, এখানে আর নিশ্চিন্ত হ'য়ে পথ চলবার যোটী নেই। সমস্ত দিন আড়ালে আব্‌ডালে একরকম

থাকি ভাল, সন্ধ্যার ঝোঁকে একটু বেরুই অমি পড়বি ত পড় তারই সামনে।

নোয়া। কার সাম্‌নে রে?

ফয়। যাকে সব চেয়ে বেশী ভয় করি।

নোয়া। সব চেয়ে বেশী ভয় করিস্ কাকে ফয়নাশা?

ফয়। ঐ সানি মাম্‌দীকে, বাপ্! বেটীর চেহারাখানা দেখ্‌লেই আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া!

জেরি। আর সাখিকে বুঝি মোটেই ভয় করিস্‌নে?

ফয়। ভয় আবার করিনে, করি, তবে অতটা নয়।

জেরি। কেন?

ফয়। বেটী কসম খেয়ে ব'লেছে, যে সে আমার উপর মেহেরবাণী ক'রে অহিংসা-ব্রত নিয়েছে।

জেরি। হঠাৎ তোর উপর তার এতটা মেহেরবাণী কিসে হ'ল?

ফয়। বোধ হয় আমার দুঃখ দেখে। এ মাম্‌দোগুষ্টীর মধ্যে দেখ্‌ছি, ঐ বেটীর মনটা একটু সরল।

জেরি। তা হ'লে তার দিকে তোর একটু—

ফয়। (বাধা দিয়া) হুজুর, আমি এখন চল্লুম, একটু সাবধানে থাকবেন। ঐ সানি মামদী তার মনিবের সঙ্গে ফুস্ ফুস্ ক'রে কি ব'লছিল—আমায় দেখে থেমে গেল—তাদের মুখ দেখে মনে হ'ল, আবার কোন নূতন মতলব আঁটছে। [ফয়নাশার প্রস্থান

জেরি। আবার নূতন মতলব! না, আর সহ্য কর্ব্বো না, এতদিন তোমার অনুরোধে কিছু করিনি। কালপ্রাতেই আমি সম্রাটের কাছে আবেদন ক'র্ব্বো, বল—এবার আর আপত্তি কর্ব্বে না?

নোয়া। কোন আপত্তি নেই। সত্য জেরিণা, মানুষে আর কত

সইতে পরে ? পাঁচবার বিপদে ফেলবার চেষ্টা কর্ত্তে কর্ত্তে একবার সত্যই বিপদে ফেলবে। তুমি সম্রাটকে নিজের অভিপ্রায় জানাও ভগ্নীর নামে অভিযোগ ক'রে তাকে বিপদে ফেল না।

জেরি। (স্বগত) তুমি এত মহৎ! (প্রকাশ্যে) বেশ, যা ব'লছো তাই কর্ব্বো।

নোয়া। বেশ! এখন ভাবী কর্ত্তব্য ভবিষ্যতের কোলে গচ্ছিত রেখে বর্ত্তমানের সদ্ব্যবহার কর,—তোমার বীণা-বিনিন্দিত মধুর কণ্ঠে একখানি গান শোনাও।

জেরি। শুন্‌লে যখন তুমি সুখী হও, তখন আর আমাব শোনাতে আপত্তি কি ?

গীত।

ওগো জীবন-মরণ সাথি।
তোমারই কারণ হৃদয়-আসন দেখ হে রেখেছি পাতি।
মম হৃদয়-গগন-রবি ওগো বাঞ্ছিত,
মম পূর্ণ-প্রেম-বারিধি দেখ তোমা তরে সদা সঞ্চিত—
কর রঞ্জিত নব আলোকে, মাতাও হর্ষ পুলকে—
(ওগো) ছড়ায়ে বিমল ভাতি॥

(অনতিদূরে সোলেমান ও সেরিণার প্রবেশ)

সেরি। ঐ দেখুন পিতা, আমার অনুযোগ সত্য কি মিথ্যা—

নোয়া। জেরিণা—সম্রাট।

জেরি। এঁ্যা—(সোলেমান ও সেরিণা নিকটে আসিলেন)

সোলে। ব্যভিচারিণী, তোর এই কাজ ?

জেরি। পিতা।

সোলে। চুপ কর, তোর মুখে এ সম্বোধন শুন্‌তে আমার ঘৃণা বোধ

হচ্ছে। কে আছিস্? (দুইজন রক্ষীর প্রবেশ) সয়তানটাকে বন্দী ক'রে কারাগারে নিক্ষেপ কর, কাল এর প্রাণদণ্ড হ'বে, ঘাতক দ্বারা হত্যা করাই সয়তানের দুষ্কৃতির যোগ্য দণ্ড।

জেরি। পিতা, এঁর কোন অপরাধ নেই, অপরাধী আমি। বিনা অপরাধে এঁকে দণ্ড দেবেন না—দণ্ড দিতে হয় আমাকে দিন—

সোলে। চুপ কর সয়তানী! বিচারের ভার সম্রাটের, তোর নয়। যা' নিয়ে যা, আর সেরিণা, তোমার কুলটা ভগ্নীকে হারামের খোজা প্রহরী দিয়ে নজরবন্দী রেখো। [প্রস্থান।

জেরি। খোদা কি কর্লে!

নোয়া। আক্ষেপ ক'রোনা জেরিণা, এ মৃত্যু আমার সুখমৃত্যু।

[এক দিক দিয়া রক্ষীসহ নোয়াজেস ও অন্যদিক দিয়া
সেরিণা ও জেরিণার প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পথ।

(বেগে ফয়নাশার প্রবেশ)

ফয়নাশা। ওরে বাবারে—গেছি, বেটী ধ'রে ফেলেছেরে—কেন এমন বেয়ওকায় বেরুলুমরে! (পতন)

(সানিয়ার প্রবেশ)

সানিয়া। আ'মর মিনসে এখানে প'ড়ে! ফয়নাশা ফয়নাশা—

ফয়। (স্বগত) চুপ ক'রে চোখ বুজে পড়ে থাকি বাবা, বেটী হাজার ডাকুক, সাড়া দোবোনা, বেটী তা হ'লেই মনে কর্ব্বে, হোঁচট্ খেয়ে প'ড়ে ম'রে গেছে।

সানি। কয়নাশা—কয়নাশা—আ-মর, সাড়াও নেই, শব্দও নেই, মিন্‌সে ম'লো নাকি!

কয়। (স্বগত) তাই মনে ক'রে স'রে পড় না বাবা—

সানি। (পরীক্ষা করিয়া) নিশ্বেস ত পড়ছে—এর কি মীরগীর ব্যামো আছে নাকি? কিন্তু মীরগীতে ত হাত পা ছোড়ে—প্রথমটা চুপ ক'রে প'ড়ে থাকে বটে, কিন্তু—(কয়নাশা হাত পা ছুড়িতে লাগিল) ওমা হাত পাও ছুড়ছে যে! তাহ'লে ত এ নিশ্চয়ই মীরগী। আহা, বেচারা এম্নি ক'রে মরে যাবে—একটু জল এনে মুখে চোখে দিই। [প্রস্থান।

কয়। (উঠিয়া) বাপ হাঁপ্ ছেড়ে বাঁচলুম। হুজুরের সম্বন্ধে একটা দুঃসংবাদ শুনে, কথাটা সত্যি কি না সন্ধান নিতে এলুম, মাঝে থেকে এই বিপদ! কিন্তু সন্ধানটা নিতেই হবে, যতটা পারবো, গা ঢাকা হ'য়ে চেষ্টা কর্ব্বো। [প্রস্থান।

(জল লইয়া সানিয়ার প্রবেশ)

সানি। ওমা! মিন্‌সের ভিট্‌কিলেমী দেখ দিকি,—চোখে ধুলো দিয়ে স'রেছে! একেই ত বলি রসিকতা—আর এই জন্যেই ত আমি ওকে চাই!

(সাখিয়ার প্রবেশ)

সাখিয়া। আর এই জন্যেই তোমার মুখে দেবো ছাই।

সানি। কি তোর যত বড় মুখ তত বড় কথা। আমার সঙ্গে লাগতে এসেছিস্?

সাখি। কেন লাগবো না? তোর ভয়ে নাকি? তোর মনিবত একটিকে পেটে পুরেছেন। এটীকেও তোর আস্ত গেলবার ইচ্ছে নাকি? সেটি হ'চ্চে না—তোর চোখরাঙ্গানী কোন ছার, আমি বাদ্‌সাকেও ভয় করিনে—দু'শয়তানীতে মিলে সাজাদীর এত বড় সর্ব্বনাশটা ক'রেছিস্

ব'লে মনে করিস্‌নে, সাখির কোন যোগ্যতা নেই ; দেখিস্‌, যে আগুন জ্বেলেছিস্‌, সেই আগুনে তোদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে জাহান্নামে দোব !

সানি। ছোট মুখে বড় কথা শুনে হাসি পায়।
বেঙে লাথি মারে যেন সাপের মাথায় ॥

হা—হা—হা—হা—হাসালি সাখি, হাসালি ! যার যত শক্তি, যার যত বিদ্যে-বুদ্ধি, তা এক আঁচরেই বোঝা গেছে। বলি এতই যদি যোগ্যতা ত মনিবকে আর মনিবের সেই তিনটিকে বাঁচা।

সাখি। সে জন্যে তোর মাথাব্যাথা কেন ? আমার যোগ্যতা থাকে, আমি বাঁচাবো, তোরা তো তোদের কাজ ক'রেছিস্‌।

সানি। বলি গুমোর ত ভেঙ্গেছে।

গীত।

সানি। বড় মট্ মট্টাচ্ছিলি যে, গুমোরে মট্ মট্টাচ্ছিলি যে।
এখন ভাঙ্গলো গুমোর দেখলি চেয়ে গুগলি চোখ দিয়ে ॥
সাখি। আমার গুমোর তুই ভাঙ্গবি ? মিছে ডবডবানী তোর,
হাতের পাঁচটী কেড়ে নিয়ে ক'রবো বাজী ভোর ;
খোতা মুখ হ'লে ভোঁতা, মরবি তখন আপশোষে ॥
সানি। মুখের কথায় ছক্কা পাঞ্জা হয় না খেলার বাজীতে,
তোর গোম্‌রা মুখে ঝাড়ু মারি, ধিক্ তোর কার্‌সাজীতে।
সাখি। চাল্‌তা গাছীর রূপের বড়াই ক্ষান্ত দাও গো রূপসী ;
চোখ আছে যার ব'লবে দেখে মানুষ কি মাম্‌দোর মাসী ;
সানি। দেখ না তবে ঝাড়ুর বহর, চুলোমুখী চোখ চেয়ে।
সাখি। এই ঝাড়ুর বহর সামলানা, দেখি তুই কেমন মেয়ে ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

(কয়লাশার প্রবেশ)

কয়। লেগে যা—লেগে যা, মামদো-বংশ এমনি ক'রেই নির্ব্বংশ হোক! আমাদেরও হাড়ে একটু বাতাস লাগুক। যাই, এখন হুজুরের কি দশা হ'ল, দেখিগে।

[প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য।

কারাকক্ষ।

নোয়াজেস।

নোয়া। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! পারস্য-সম্রাট পুত্র সাজাদা নৌরাজেস ম্মদ আজ এক ঘৃণ্য-অভিযোগে অভিযুক্ত হ'য়ে কারাগারে বন্দী! কাল ঘাতকের হস্তে তার জঘন্যভাবে মৃত্যু! কি সুন্দর পরিণাম! এর জন্য আর চিন্তা কেন? নিজের জন্য কোন চিন্তা নেই, শুধু একজনের ভাবনা ভাবতে প্রাণ বড় অস্থির হ'য়ে, উঠছে। সে আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিল, আর আমি তার কিছু কর্ত্তে পাল্লুম না! এ সময় যদি তার একটা উপকার কর্ত্তে পার্ত্তুম! জানি না, আমার জন্য আজ তার কি নির্য্যাতন হ'চ্ছে! না, অসহ্য—নিতান্ত অসহ্য!

(ধীরে ধীরে সেরিণার প্রবেশ)

নোয়া। এ কি! এ যে রমণী! এ গভীর নিশীথে কে তুমি রমণী?

সেরিণা। আমায় কি আবার নূতন ক'রে পরিচয় দিতে হবে পরদেশী?

নোয়া। কে, সাজাদী তুমি? এখনও কি তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হয় নি? আবার কি অভিলাষে এসেছ সাজাদী?

সেরি। পরদেশী, আমি তোমার অনিষ্ট চেষ্টায় আসিনি।

নোয়া। তা জানি সাজাদী, বিনা দোষে ঘৃণ্য-অভিযোগে অভিযুক্ত করা যদি ইষ্টসাধন হয়, শুধু অভিযোগ কেন, মিথ্যা অভিযোগের ফলে মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত করান যদি মঙ্গল-কামনা হয়, তা'হলে সত্যই সাজাদী তুমি আমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী ফিরে যাও সাজাদী, তোমার হিত-ইচ্ছা একেবারে চরম সীমায় উঠেছে,—আব প্রয়োজন নেই।

সেরি। সত্য পরদেশী, আমায় বিশ্বাস কর।

নোয়া। ববং কালফণীকে বিশ্বাস করা সম্ভব হ'তে পারে, কিন্তু তোমার মত প্রতিহিংসা-পবায়ণা নারী বিষধরী অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী! আর বিরক্ত ক'রোনা, যাও।

সেবি। পরদেশী, এখনো অনুধাবন ক'রে দেখ, আমি ইচ্ছা কল্লে তোমায় মুক্তি দিতে পারি।

নোয়া। আমার আর সে ইচ্ছা নেই সাজাদী। যদি একান্তই উপকার কর্ব্বার সখ হ'য়ে থাকে, নিজের ভগ্নীকে অপমানের হাত থেকে মুক্ত কব!

সেরি। তুমি মুক্তি চাওনা?

নোয়া। তোমার কাছে?

সেরি। তাতে দোষ কি?

নোয়া। যে বারাঙ্গনার মত রূপ-মূল্যে ভালবাসা কিনতে চায়; তার কাছে মুক্তিলাভ ক'র্ত্তে গেলে, একটা কিছু বিনিময় দিতে হয়।

সেরি। তা যদি না দিতে হয়?

নোয়া। তবুও নয়।

সেরি। তুমি কি প্রাণের মমতা কর না?

নোয়া। না।

সেরি। পরদেশী—পরদেশী, আমায় রক্ষা কর, দেখ আজ চিরউন্নত-

শির নত করে, তোমার সমীপে নতজানু হ'য়ে যাচ্ঞা কচ্ছি, একবার করুণা-নয়নে চাও পরদেশী।

নোয়া। সয়তানী, আমার সম্মুখ হ'তে স'রে যাও, তোমার আগমনে এ জঘন্য কারাগৃহও কলুষিত হয়।

সেরি। এত স্পর্দ্ধা, তবে মর।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

অলিন্দ।

(ফয়নাশার প্রবেশ)

ফয়নাশা। সানি আর সাখি দু'বেটীতে লেগেছে বেশ। লাগুক, এততেও ত মামদোর গুষ্টী হাল্কা হ'চ্ছে না। দু'টোতে এবার আমায় যে রকম টানাটানি আরম্ভ ক'রেছে—তাতে পৈত্রিক প্রাণটা প্রায় কণ্ঠাগত হ'য়ে পড়েছে। একটা বুদ্ধি মাথায় এসেছে, একবার সেই মাম্‌দো চাচাকে পেলে হয়, তা'হলেই ওরা ওদিকে লাগ্‌বে—আমি সেই অবকাশে একবার হুজুরের উদ্ধারের চেষ্টা দেখ্‌বো। এক একবার মনে হচ্ছে, মরিয়া হই,—তা মনে হ'লে কি হবে—চোখ দুটো যে মূর্ত্তি দেখে মাথাটাকে গুলিয়ে দেয়। হা নসীব! যদি একটু সাহস থাকতো! এই যে সেই গুণধর—এস দোস্ত, এসো।

(গফুরের প্রবেশ)

গফুর। যাও দোস্ত, আমার ঘেন্না ধ'রে গেছে।

ফয়। ঘেন্নাই যদি ধ'র্লো, তবে আবার এদিক মাড়াচ্চ কেন

গফুর। কি জান, একটা দরকারী কাজে এই দিকে যাচ্ছিলুম, ভাবলুম, তোমার সঙ্গে অনেক দিন দেখা শুনো হয়নি—

ফয়। আর তোমার সঙ্গে কেন, তার সঙ্গেই বলনা বন্ধু। আমরা মার্জ্জিত-ভাষার-দেশের লোক, এসব ব্যাপারগুলো এক আঁচড়েই ধর্ত্তে পারি।

গফুর। তাহ'লে তুমি ঠিক ধ'রেছ—কিন্তু বন্ধু, আমি হাল ছেড়ে দিয়েছি, তবে মনকে বোঝাতে পারিনে, তাই মনে মনে সঙ্কল্প ক'রেছি, মাঝে মাছে এক একবার এসে তাকে দেখে যাবো, এই আমার সান্ত্বনা।

ফয়। তার চেয়ে এক কাজ কর না বন্ধু,—

গফুর। আর কিছু কর্ত্তে প্রবৃত্তি নেই বন্ধু! '

ফয়। আহা, কথাটাই শোন না, বেটী যেমন তোমায় এ্যাদ্দিন তার পেছনে পেছনে ঘোরালে, তুমিও দিনকতক বেটীকে তোমার পেছনে পেছনে ঘোরাও।

গফুর। তাতে লাভ?

ফয়। লোকসানই বা কি? বেটীকে জব্দ করাও হবে অথচ শোধ নেওয়া ও হবে—আমি হ'লে শোধ্ না নিয়ে ছাড়তুম না। এত ক'রে বশ ক'রলে তুমি, আর একটা কাজ কর্ত্তে পাল্লে না ব'লে অম্নি চ'টে গেল—এ কি রকম ভদ্রতা! আমি ত বলি বেটী ছোটলোক। বেটিকে জব্দ করাই উচিত। তা' ছাড়া আর একটা দুঃখের কথা বল্‌বো কি, এমন সোনার চাঁদ দোস্ত আমার, যে দোস্ত প্রাণ দিয়ে বেটীকে ভালবাসে, আমার তেমন দোস্তকে ছেড়ে বেটী আবার আমাকে চায়? আমি অমন বেটীর মুখে গুণে বিশ পয়জার মারি। বন্ধু, তুমি বেটাকে জব্দ কর।

গফুর বল কি দোস্ত, এত দূর! দোস্ত, আমার মতলব ব'লে দাও আমি বেটীকে নিশ্চয়ই জব্দ কর্ব্বো।

ফয়। কিছুই নয়, খুব সাদা কাজ, এসো, তোমাতে আমাতে পোষাক বদল ক'রে ফেলি, তারপর যা কর্ত্তে হবে তোমায় সব শিখিয়ে দেব, দেখ, আস্তানটাও বদলাতে হবে।

গফুর। কিন্তু এ চেহারাখানা?

ফয়। আঃ ব্যস্ত হচ্ছো কেন? এসোনা—সব বন্দোবস্ত কচ্ছি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(সাখিয়ার প্রবেশ)

সাখিয়া। তাইত, ফয়নাশা কোথায় গেল? এ যে দেখছি, শেষকালে আমায় পাগল ক'রে তুল্লে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে এ আমি হলুম কি? ভালবাসার যে এত কস্নী তা জাস্তম না। চব্বিশ ঘণ্টা নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্চে গা?

গীত।

আশিক্ মেরা কাহে সতায়ো কর্‌তে হো মুঝে পরেশান্।
কেত্তা জমানা রোয়বো পিটবো জিন্দিগী করুঁ গুজ্‌রান্॥
চমকিলা দুনিয়া রোশনিভরা,
নয়নকী রোশ্‌নি বিনু অাঁধেরা,
দিল্লীগী দিলকী, টুটানে দিলকো, দিল চুরানা কাহে মেরী জান॥

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

কারা-কক্ষে নোয়াজেস্, কক্ষদ্বারে জেরিণা ও ঘাতক।
অনতিদূরে সেরিণা দণ্ডায়মান।

নোয়া। জেরিণা, প্রিয়তমে! আর পিতার অবাধ্য হ'য়োনা, রাজদ্রোহিনী হ'য়োনা, ঘাতককে তার কার্য্য কর্ত্তে দাও।

জেরিণা। যে পিতা কন্যার মমতা করে না, যে রাজা ন্যায়ের দণ্ড হাতে নিয়ে ন্যায় বিচার করেন না, সে পিতার অবাধ্য হ'লে পাপ হয় না ; সে রাজার আদেশ অমান্য ক'র্লে রাজদ্রোহিতা করা হয় না। পরদেশী, প্রিয়তম, আমায় মার্জ্জনা কর। আমি প্রাণ থাকৃতে দ্বার ত্যাগ কর্ব্বোনা। ঘাতকের সাধ্য থাকে, আগে আমায় বধ করুক, তারপর কারাকক্ষে প্রবেশ করুক।

নোয়া। জেরিণা, আমার জন্য কেন অকারণ প্রাণ দিতে চাচ্ছ, দ্বার পরিত্যাগ কর, আমি অপরাধী, আমার শাস্তি হোক।

জেরিণা। তুমি অপরাধী! এখন' আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌চি,' আবার ; মরণের পরপারে লোকান্তরে গিয়ে যদি সেখান 'থেকে বল্‌বার উপায় থাকে, তা, হ'লেও ব'লবো পরদেশী, অপরাধী তুমি নও—অপরাধী সেরিণা।

সেরিণা। ঘাতক, তোমার কার্য্য কর, রাজদ্রোহিনী যদি স্বেচ্ছায় দ্বার পরিত্যাগ না করে, পদাঘাতে তাকে দূরে নিক্ষেপ কর।

জেরিণা। সম্রাটনন্দিনি, একটা ছোটলোকের [illegible] এত বড একটা শক্ত কাজের ভার দিলে, তার সাহসেই কুলোবে [illegible] থাকে, ভারটা নিজেই নাও।

সেরিণা। অবাধ্য নফর, এখনও দাঁড়িয়ে র'য়েছ, সম্রাটের আদেশ পালন কর—বন্দীকে হত্যা কর।

ঘাতক। সাজাদী, দ্বার পরিত্যাগ করুন।

জেরি। খবরদার! এগিও না।

সেরি। রাজনন্দিনীর স্তব স্তুতি শোনবার প্রয়োজন নেই, তোমার কার্য্য কর। না পারো, আমি তোমার নামে অভিযোগ আনবো, তুমি রাজদ্রোহী, তোমার শাস্তি—মৃত্যু।

ঘাতক। সাজাদী, আমি নতজানু হ'য়ে প্রার্থনা কচ্ছি, আমার কার্য্যে বাধা দেবেন না।

জেরি। নইলে উপায় নেই। ঘাতক, আমায় বধ না ক'রে এক পাও এগুতে পার্ব্বে না।

সেরি। রাজদ্রোহী জল্লাদ—

ঘাতক। চোখ রাঙ্গাবেন না সাজাদী, আমি আপনার চোখরাঙ্গানী ভয় করি না। আমি রাজার নফর, রাজার আদেশ পালন কর্ব্বো, সম্রাটের আদেশ—বন্দীকে হত্যা কর্ত্তে, সাজাদীকে নয়। আমি তাঁর দ্বিতীয় আদেশের অপেক্ষা কর্ব্বো।

(সোলেমানের প্রবেশ)

সোলে। আর অপেক্ষা কত্তে হবে না ঘাতক, হত্যা কর। আমিই তোমার বাধা সরিয়ে দিচ্ছি; জেরিণা, তোর মৃত্যুর পূর্ব্বে তোর বিরুদ্ধে আরও কিছু অভিযোগ শুনতে হবে কি? হয় দ্বার পরিত্যাগ কর, নয় সোজা হ'য়ে দাঁড়া।

জেরি। সম্রাট্, আমি সোজা হ'য়েই দাঁড়িয়েছি।

সোলে। মুখ ফিরিয়ে নে।

জেরি। নিয়েছি সম্রাট্।

সোলে। এইবার তোর জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত, একবার খোদাকে ডেকে নে।

জেরি। (কিয়ৎক্ষণ যোড়হস্তে উর্দ্ধমুখী হইয়া) ডাকা শেষ হ'য়েছে সম্রাট্!

সোলে। তবে মর—

(কক্ষের গরাদে ভাঙ্গিয়া রক্তাক্ত হস্তে নোয়াজেস বাহির হইয়া বজ্রমুষ্টিতে সম্রাটের উগ্থত তরবারী ধারণ করিলেন)

নোয়া। বন্দীর একটা প্রার্থনা সম্রাট্, আগে আমায় হত্যা করুন—

সেরি। (স্বগত) কি পবিত্র--কি স্বর্গীয় ভালবাসা! দু'জনেই মরণের পথে দাঁড়িয়ে, অথচ কেউ কারও মৃত্যু দেখ্‌তে চায় না! রূপমূল্যে এই ভালবাসা কিন্‌তে গিয়েছিলুম! আমার হৃদয় প্রেমহীন মরু! আমি ভালবাস্‌তে জানিনি, ভালবাসতে পারিনি। শুধু একটা মোহের ঘোরে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হ'য়ে পাপের মাত্রা বৃদ্ধি ক'রেছি। ছোট হ'লেও জেরিণা আমার চেয়ে ঢের বড়। আমি প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বো। (সম্রাটের নিকট নতজানু হইয়া) পিতা, সম্রাট্! এদের মার্জ্জনা করুন, আমি মুক্তকণ্ঠে নিজ দোষ স্বীকার কচ্ছি। যে অপরাধে আজ এরা অভিযুক্ত, সে অপরাধে অপরাধী আমি। এরা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী—যথার্থ দোষীকে শাস্তি দিন। পারস্যের সাজাদার প্রতি অবিচার কর্ব্বেন না;

সোলে! একি হেঁয়ালি সেরিণা। তোর কথা আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে, পারস্যের সাজাদা কি?

সেরি। এই দেখুন। (পদক প্রদর্শন) যখন নদী স্রোতে সাজাদা ভেসে আসেন, তখন এই পদক ওঁর অঙ্গ থেকে আমি হস্তগত করি। (জেরিণার প্রতি) জেরিণা, ভগ্নি, তোমার রাক্ষসী ভগ্নীকে মার্জ্জনা কর। (নোয়াজেসের প্রতি) পরদেশী, আমি রূপমদে মত্ত হ'য়ে যে পাপ ক'রেছি, সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই, আমার মার্জ্জনা চাইবারও সাহস নেই, তুমি সয়তানীকে ক্ষমা করবে পরদেশী?

সোলে। পারস্য-সম্রাট্ পুত্র! আমার বন্ধুপুত্র! কি সর্ব্বনাশ কচ্ছিলুম—কি সর্ব্বনাশ কচ্ছিলুম! নোয়াজেস্, বৎস, তোমার পিতৃবন্ধু বৃদ্ধকে মার্জ্জনা কর; সেরিণা হতভাগি কি কচ্ছিলি—কি কচ্ছিলি মার্জ্জনা চা—মার্জ্জনা চা। সোদর-প্রতিম নোয়াজেসের কাছে মার্জ্জনা চা! নোয়াজেস, তুমি রাজদ্রোহী নও, তবে তার চেয়ে আরও গুরুতর অপরাধ ক'রেছ। তোমার সেই গুরুতর অপরাধের আজ উপযুক্ত দণ্ড

দেবো, (নোয়াজেস্ ও জেরিণার হাত ধরিয়া) নোয়াজেস্ তোমার এই অপরাধের শাস্তি।

[প্রস্থান।

সেরিণা! (নতজানু হইয়া) সাজাদা নোয়াজেস্, আমায় মার্জ্জনা কর—সব ভুলে যাও।

নোয়া। নোয়াজেস্ কেন সেরিণা? আমি তোমার পরদেশী ভাই।

সেরি। (মুক্তার হার খুলিয়া) এই নে ঘাতক, তোর তিরস্কারের এই পুরস্কার।

ঘাতক। মা, আর পুরস্কারে কাজ নেই—আমার কাজে ঘেন্না ধ'রে গেছে।

সেরিণা। নিয়ে যা, এ মায়ের আশীর্ব্বাদ।

[ঘাতকের প্রস্থান।

(কয়নাশা-বেশী মুখাবৃত গফুরকে টানিতে টানিতে সানিয়া ও সাখিয়ার প্রবেশ)

সানি। সাজাদী, ও আমায় সাদী কর্ব্বে ব'লে স্বীকার ক'রেছে, সাখি বাধা দিচ্ছে!

সাখি। সাজাদী, ও আমায় সাদী কর্ব্বে ব'লে স্বীকার ক'রেছে সানি বাধা দিচ্ছে।

গফুর। সাজাদী, আমি আইবড় থাকবো বলে মনস্থ ক'রেছি।

সেরিণা। তোদের দেখছি, আমাদের দশা হ'য়েছে।

নোয়া। দেখে শিখেছে বৈত নয়।

জেরি। যাক্ ও সব কথা, এখন তোমরা শাজাদী থেকে এদের গোল-মালটা ত মিটিয়ে দাও।

সেরি। আমি বলি, পুরুষের ইচ্ছার উপর বিয়েটা হোক। কি বল পরদেশী?

নোয়া। সেই ভাল।

জেরি। কিন্তু আমাদের সামনে যা হ'য়ে যাবে, তার উপর আর কেউ কথা কইতে পাবে না। কি বলিস্ তোরা?

সানি ও সাথী। আমাদেরও ঐ মত।

গফুর। তবে আমি সানিকে বে কর্ব্বো।

জেরি। তাই কর, আচ্ছা তুই যে সাথীকে ভালবাসতিস্?

গফুর। একটু একটু বাসতুম বটে, কিন্তু এখন ওর উপর চ'টে গেছি—ও পরের হাত ধ'রে টানাটানি করে।

সানি। (মুখের আবরণ উন্মোচন করিয়া) আ'মর এযে গোফ্রো

(গীত)

সানি। বা নসীব বা।

গফুর। যার নসীবে যেমন ছিল মিলে গেছে তা।

সানি। কালো ভালো নয়কো ব'লে খুঁজেছিনু সাদা;
পোড়াকপাল পুড়ে গেল মিললো একটি গাধা;

গফুর। গাধা হলেও প্রাণটি সাদা,
তোমার তরে প্রাণ দিতে তার নাই কোন বাধা;

সানি। তাতো চ'খে দেখেছি, তবু পায়ে ঠেলেছি,

গফুর। এখন সে সব ভুলে পায়ে রেখ হ'য়ে গেছে যা॥

সানি। পায়ে ঠেলা হৃদয় রতন, ছাড়বো না'ক ক'রব যতন,

(ফয়ন্নাশার প্রবেশ ও গীত)

ফয়। বল দোস্ত মতলবটা দিচ্ছি কেমন, বাহবা বা বা॥

ফয়। বল দোস্ত, কেমন মতলব দিয়েছি?

(একতারা লইয়া মোবারিকের প্রবেশ)

সেরি। একি মোবারিক, এ বেশ কেন? কোথায় চলেছ?

মোবা। আর ভাল লাগছে না, তাই ফকিরী নিয়ে মক্কা চলেছি। যাবার সময় একবার তোমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এলুম।

সেরি। আর তোমার ফকিরীতে কাজ নেই মোবারিক, আমি আমার মত বদলেছি, তোমার অমূল্য ভালবাসার প্রতিদান দেবো, তোমাকে সাদী কর্ব্বো। ••

মোবা। সে কি! সত্যি বল্‌ছো না আমার সঙ্গে ঠাট্টা কচ্ছো?

সেরি। সত্য বল্‌ছি মোবারিক, আমি তোমার।

মোবা। কিন্তু আমি যে মনস্থ ক'রে বেরিয়েছি।

সেরি। আর মনস্থ কর্ত্তে হবে না মোবারিক, আমায় মার্জ্জনা কর।

মোবা। আর মার্জ্জিত ভাষা মুখস্থ ক'র্‌তে হবে না ত?

সেরি। না মোবারিক, আমার সে সখও মিটেছে, আমার নূতন চক্ষু খুলেছে। বুঝেছি, ব্যাকরণ মানুষকে মানুষ করে না,—শুধু হৃদয় মানুষকে মানুষ করে। এখন চল জেরিণা, প্রমোদ-উদ্যানে এ মিলন-আনন্দ উপভোগ করিগে।

[ফয়নাশা ও সাথিয়া ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সাথিয়া। এমন সাদীর হিড়িকে শুধু আমিই বুঝি আইবুড়ো থাক্‌বো, তা হচ্ছে না, ফয়নাশা আমায় সাদী কর্ত্তে না চায়, আমি জোর ক'রে ওর গলায় মালা দেবো।

ফয়নাশা। ও বাবা, এ আবার কি! শেষে গলায় দড়ি! হ্যাঁরে এই বুঝি তোর অহিংসা ব্রত!

(সাথিয়ার গীত)

আরে হারে বেইমান !

ভবিয়ৎ যব্ মেরা আগিয়া তুঝপর কাহেকো পাষাণ।

নজ্‌রামে কুর্ব্বাণ কিয়া,

দিল্লিগী মে দিল লিয়া,

ঘড়ি ঘড়ি পল্ পল্ জল্ জল্ মর্‌না থাক্‌মে মিলায়া জান।

বানায়া বাতে বহুৎ তুম্ মুঝকো দিউয়ানা সমঝ্ কর,

সতায়া দুষমন এ্যায়সা ইশক্ মেরা মুস্কুরা সমুঝ্ কর,

শুঝায়া শুঝ্‌তা নেহি, রোলায়া রোতি রহি,

মজেমে হাসতে রহো আপনা ছিপাকর।

হরঘড়ি দুখিয়া ফুকারি সাথিয়া,

বেদরদীকে লিয়ে জান্ হায়রাণ।

কয়। (মাল্য গ্রহণ করিয়া) না—মানুষ হ'য়ে শেষে মামদী বিয়েটা নসীবে ছিল দেখছি। এখন চল, ভাল ক'রে মস্তকটি চর্ব্বণ কর্‌বে চলো।

[উভয়ের প্রস্থান।

উজ্জ্বল দৃশ্য।

(বাঁদীগণের গীত)

আজ মাধবী সহকারে বেড়িল।
গগনে হাসিল শশী, কাননে কুসুম হাসি,
সুগন্ধ সুষমারাশি ছড়ায়ে দিল॥
মধুর পঞ্চম সুরে, পাখী ডাকে শাখীপরে,
ভ্রমরী-ভ্রমরা সুখে গুঞ্জরিল॥
নববিকশিত কলি, হের ধেয়ে এল অলি,
আবেশে বিভোরা ধনী ঢ'লে পড়িল॥

—[যবনিকা.]-